আশা-মুকুর-ভঙ্গ।

[নাটক।]

' Hope springs eternal in the human breast
Man never is, but always to be blest."

Pope.

শ্রীরাইচরণ ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গ্রেট মার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে এ, এল গঙ্গোপাধ্যায় এবং
কোম্পানির দ্বারায় মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

ভক্তি-উপহার।

পরম পূজ্যপাদ——

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু——

আৰ্য্য!

পূত-স্নেহ-পুরস্কার আছে কি সংসারে।
দিতে পারি সমাদরে স্নেহ-ময় করে॥
দুঃখে সুখে সমভাবে,
যার জন্য যেই ভাবে,
তার জন্য আছে কিবা ভাবি যে অন্তরে?
প্রকাশিতে "কৃতজ্ঞতা" আর এ সংসারে?

সাহিত্য-কানন ফুল করিয়ে চয়ন——
যতনে গাথিনু মালা পূজিতে চরণ!
দীন-নেত্রে নিরখিয়া,
দীন-ভাবে দাঁড়াইয়া,
দীন-কবি "কৃতজ্ঞতা" প্রকাশ কারণ।
দীন-পুরস্কার করে শ্রীপদে অর্পণ॥

দাস প্রতি হে অগ্রজ!——স্নেহ চির দিন——
জানি আমি সম-ভাব নাহি হ্রাস ক্ষীণ!
যেরূপ দাসের প্রতি,
আছে তব সম প্রীতি,
সেরূপ দেখিলে আৰ্য্য! দাস-উপহারে।
পূরিবে, দাসের—বাঞ্ছা—এ জনম তরে॥

বাগুটীয়া,
সন ১২৮৯ সাল।

চিরানুগত ভৃত্য
গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ধৃতরাষ্ট্র।
সঞ্জয়।
দুর্য্যোধন।
কৃপাচার্য্য।
কৃতবর্ম্মা।
অশ্বত্থামা।
যুধিষ্ঠির।
ভীম।
অর্জ্জুন।
নকুল।
সহদেব।
কৃষ্ণ।
বলরাম।

দূত, ব্যাধত্রয় ও সৈন্যগণ।

স্ত্রী।

গান্ধারী।
সুরমা।
ভানুমতী।

অন্যান্য কুরু-মহিলাগণ।

আশা-মুকুর-ভঙ্গ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[রজনী দ্বিপ্রহর—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থল—শোক-সন্তপ্ত-চিত্ত দুর্য্যোধন দণ্ডায়মান।]

দুর্য্যো। বিধাতঃ! তুমি এইজন্যই বুঝি এত দিন আমার অদৃষ্টলিপি, কালের তমসাময় গর্ভে—অন্যের অদৃশ্যে—আমার জ্ঞানের, বুদ্ধির ও মনের অগোচরে—অতি গোপনে রেখেছিলে! হা! তোমার বিশ্বব্যাপী লেখনি কি ভয়ানক! মনুষ্যের যদি তার বিন্দু বিসর্গও পূর্ব্বে জানিবার ক্ষমতা থাকৃত, তাহ'লে কেহই এ বিশ্ববিমুগ্ধকর চাতরীতে বিমোহিত হ'ত না। জননী যে শিশুকে আজ ক্রোড়ে করে সংসারের অতুল আনন্দ অনুভব কর্‌ছেন, যার মঙ্গলের জন্য তোমার নিকট শয়নে, অশনে, স্বপনে সকল সময় কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর্‌ছেন, তুমি তার অদৃষ্টে কি লিখেছ? হয়ত লিখেছ—যৌবন সীমায় পদার্পণ কর্ত্তে না কর্ত্তে ঐ শিশু কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হবে! বিশ্ব-বিমোহন! তোমারই সৃজিত বিশ্ব, তোমারই সৃজিত মনুষ্য, তবে তাদের উপর তোমার এ চাতুরী কেন?

দৈববাণী

স্বকর্ম্ম-অর্জ্জিত ফল ভুঞ্জিবে সবাই।
ঈশ্বরের দোষ গুণ কিছু তাহে নাই॥

দুর্য্যো। (সচকিতভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) কে যেন আমার কথার প্রত্যুত্তর কর্‌ছে!

পুনর্ব্বার দৈববাণী।

স্বকর্ম্ম--অর্জ্জিত ফল ভুঞ্জিবে সবাই।
ঈশ্বরের দোষ গুণ কিছু আহে নাই॥

দুর্য্যো। ওঃ! বুঝেছি, যিনি আমার বিপদের সহায়—আশার ভরসা,—সম্পদের সহভোগী—সেই মিত্র কর্ণ! তিনি স্বর্গে যেয়েও আমার জন্য শান্তি লাভ কর্ত্তে পার্‌ছেন না! আমাকে উপদেশ দিবার জন্য বল্‌ছেন, ‘দুর্য্যোধন! তোমার স্বকর্ম্ম--অর্জ্জিত ফল ভোগ কর, বিধাতার নিন্দা কর না’—

(নেপথ্যে-অট্টহাসি।)

(সবিস্ময়ে) আমার এ দুঃখে কার আনন্দের উদয় হচ্চে? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) জগতে কার না হবে? স্বাধ্বী সতী দ্রৌপদীর অবমাননা!—ধর্ম্মের আশ্রয়—দয়ার আশ্রয়—সত্যের আশ্রয়—সকলের সমপ্রিয় সেই যুধিষ্ঠিরের প্রতি অন্যায়াচরণ! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) উঃ! যতই হৃদয়ে পূর্ব্ব স্মৃতি উদয় হচ্ছে, ততই দুঃখে ক্ষোভে অন্তরাত্মা দগ্ধ হচ্ছে। আর না—পূর্ব্ব স্মৃতি আমার বিলোপ হোক্।—

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার অট্টহাসি।)

(সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ! কাকে ও ত দেখ্‌তে পাই না? এই শোক-সন্তাপ-উদ্দীপক শ্মশান ক্ষেত্রে হাস্য ধ্বনি!—যেখানে শত সহস্র ক্ষত্রিয় রাজকুমারের অসীম ভুজবল, সুখ সম্পদ, আশা ভরসা, বল বিক্রম, চিরদিনের জন্য কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছে; যেখানে শত সহস্র সাধ্বী পতিপ্রাণা রমণীর পতি-প্রণয়-সুখ, চির-বিচ্ছেদ-সাগরে নিমগ্ন হয়েছে; সেখানে হাস্য ধ্বনি! কি আশ্চর্য্য!

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার হাস্য ধ্বনি।)

(চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তর) মনুষ্য? কাকে ও ত দেখ্‌তে পাইনা! তবে এ হাস্য ধ্বনি কার? একবার অনুসন্ধান কর্‌তে হল। (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ

করিতে করিতে শকুনির মৃতদেহের সম্মুখীন হইয়া) মাতুল! তোমার সেই অতুল মন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ ফল তুমি কিছুই দেখ্‌তে পেলে না! ফলভোগী কেবল আমিই হলেম, আর এই ক্ষত্রিয় বীর পুরুষ গণের বিধবা রমণীগণ আজীবন ভোগ করিতে রইল। তুমি যে ধরিত্রী-বক্ষে আজ চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে সকল শোক দুঃখ বিস্মৃত হয়েছ, সে ধরিত্রী-পতি আজ দুর্য্যোধন নয়—যুধিষ্ঠির। তুমি জীবিত থাক্‌লে এ কথা কখনই সহ্য কর্‌তে পার্‌তে না। তোমার যে হৃদয় এখন নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন করেছে, সে হৃদয় এ কথা শ্রবণে এতক্ষণ বাত্যা-বিতাড়িত সমুদ্রোর্ম্মির ন্যায় কত যে তোল পাড় কর্‌ত, তার আর পরিসীমা ছিল না। কৈ! তুমি ত এখন আর তার কিছুই চিন্তা করছ না? তোমার হৃদয় এখন শান্তিরসে পূর্ণ! ছার রাজ্য, ছার সম্পদ, ছার সম্মান—তোমার কাছে এখন সকলি তুচ্ছ জ্ঞান হয়েছে! তোমার বিরুদ্ধে যদি এখন পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রধারণ করে, তাহ'লে ও তুমি তাতে অনুমাত্র ক্ষুব্ধ বা শঙ্কিত হও না। তোমার যে দেহে অন্যের কিঞ্চিন্মাত্র কঠোর বাক্য সহ্য হ'ত না, সে দেহে যদি এখন অজস্র অস্ত্র বর্ষণ করা যায়, তাতে ও তোমার অনুমাত্র ক্লেশ অনুভব হয় না। হা কৃতান্তঃ! তোমার কি অপরি-সীম গুণ! চির দুঃখী জনের হৃদয়ে শান্তি প্রদানের তুমিই এক মাত্র বিধাতা—

দৈববাণী।

দুর্য্যোধন!

কার তরে করিতেছ অশ্রু বরিষণ।
তব বংশ-নাশ হেতু শকুনি সৃজন॥
যাও যাও হেথা হতে কর পলায়ন
নচেৎ ভীমের হাতে হারাবে জীবন॥

আকাশ মার্গ নিরীক্ষণ করিয়া) একি দৈববাণী হল! (মস্তক অবনত পূর্ব্বক) ভীমের হাতে আমার নিধন, একথা দৈববাণী কেন, পূর্ব্বেই আমি বেশ বুঝেছি। যে দিন মার্ত্তণ্ড-সদৃশ মহাবল, অমিত তেজা ভীষ্ম, শিখণ্ডি-রাহু কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয়েছে, সেই দিন জেনেছি এ যুদ্ধে আর নিস্তার নাই। যে দিন

ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পরশুরাম-শিষ্য মহাবলশালী দ্রোণ, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেছেন, সেই দিন জেনেছি কৌরব কুলের এই শেষ সীমা। (পশ্চাদ্দিক হইতে অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃমুণ্ডমালিনী ও চামুণ্ডার সঙ্গিনীসহ প্রবেশ)

চামু। কুরুরাজ! কেন আজি একাকী ভ্রমণ।
কোথা, তব মিত্র বর রাধার নন্দন॥
কোথা তব মন্ত্রদাতা শকুনী মাতুল।
যার মন্ত্রে ভ্রমিতেছ হয়ে শোকাকুল॥

(দেবী বাক্য শ্রবণে সভয়ে দুর্য্যোধনের প্রস্থান ; মৃত দেহ লইয়া নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গিনী সহ চামুণ্ডার প্রস্থান। অপর দিক দিয়া কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপ। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণান্তর) কৈ? এখানে ত দুর্য্যোধনকে দেখ্‌ছিনা, (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া) এই নিখিল জগতে মনুষ্য-মধ্যে এমন হৃদয় কার আছে, যে এই শ্মশানরূপ সমরক্ষেত্রে উপনীত হয়ে তার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়? যে রাজকুমারগণের দেহ আজ ধূলায়লুণ্ঠিত, এই দেহের কত অভিমান ছিল; এই দেহের পরিচর্য্যার জন্যে কত দাস দাসী সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাক্‌ত; এই দেহের স্পর্শে কত লোক আপনাকে কৃতার্থ বলে মনে কর্‌ত; এই দেহের অভিমানে কত লোকের সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে; এই দেহের সন্তোষ-সাধনে কত লোক ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছে; এই দেহের সম্মুখে সতত চাটুকারগণ কত তোষামোদ বাক্য প্রয়োগ কর্‌ত; এই দেহের সম্মুখে উদরান্নের জন্যে কত লোক কত প্রকার যাচ্ঞা করে লালায়িত হত; আজ্ সেই দেহ কি না বায়স ও শৃগালের জঠরানল নিবৃত্ত কর্‌ছে। যদি কোন ধনোন্মত্ত নরপাল এখন এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে আজ্ প্রত্যক্ষ দর্শন কর্‌তেন, তাঁর সুখসেবিত সুকোমল দেহে আর এই নরপতিগণের ধূলিধূসরিত মৃত দেহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) উঃ! মনুষ্যের মন কি বিভীষিকাময় সংসার-মায়া-জালে সমাচ্ছন্ন! প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে ও এ মায়াজাল হ'তে বিচ্ছিন্ন হয় না।

[অশ্বত্থামার প্রবেশ।]

অশ্ব। মাতুল! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই নিশীথ সময় একাকী কোথায় প্রস্থান করেছেন? আমি কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করেও তাঁর অনুসন্ধান পেলেম না।

কৃপ। বৎস! আমিও তাঁর অনুসন্ধান জন্য এসেছি, চল দুজনে মিলে অনুসন্ধান করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

—০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—৪৪—

অরণ্য-মধ্যবর্ত্তি পথ।

(কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

কৃপ। অশ্বত্থমা! অন্যায় ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

অশ্ব। আর্য্য! অন্যায় ক্রোধ আপনি কাকে বলেন? পিতৃহন্তার প্রতি হিংসা মনুষ্য মনের স্বাভাবিক বৃত্তি; পিতৃ-শত্রু বিনাশে যার মনে দয়ার উদয় হয়; তার মনের সে দয়া পবিত্র নয়, তাকে বলি আমি ভয়—ভীরুতা!

কৃপ। সেটী তোমার ভুল। আচার্য্যের যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মিত্র ও অর্জ্জুনের ন্যায় প্রিয় পাত্র পৃথিবীতে আর নাই। তুমি আচার্য্যের একমাত্র প্রিয়তম পুত্র বটে, পুত্রাধিক স্নেহ অন্যের প্রতি অসম্ভব, কিন্তু আচার্য্য অর্জ্জুনের কাছে সে নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে কতবার উল্লেখ করেছেন, "অশ্বত্থমাধিক প্রিয় আমার অর্জ্জুন।"

অশ্ব। আর্য্য! তা হ'তে পারে—তাঁর উচ্চ অন্তঃকরণে শত্রুকে মিত্র, আর শিষ্যকে পুত্রাধিক স্নেহ করা অসম্ভব নয়।

কৃপ। অশ্বত্থমা! তুমি ধর্ম্মপ্রবর যুধিষ্ঠিরকে শত্রু বলে মনে করো না। তিনি এ জগতে কাহারও শত্রু নন্। যে দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত তাঁর হিংসা করেছে, তিনি কার্য্যক্ষেত্রে তার উপকার ভিন্ন অপকারের চেষ্টা করেন নাই।

অশ্ব। মাতুল! আপনি আর যা ইচ্ছা তাই বলুন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নামে ধর্ম্মপ্রবর এই শব্দটী আর বিশেষণ দিবেন না।

কৃপ। কেন বৎস! যুধিষ্ঠির কি ধার্ম্মিক নন্?

অশ্ব। আপনার মুখে বটে, চাটুকারের মুখে নয়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকটে মিথ্যা কথা বলে, কপট যুদ্ধে গুরুর প্রাণ সংহার করে, তাকে কি আপনি ধার্ম্মিক বলেন! আমি তাকে ঘোর নারকী বলি! তাকে যে ধার্ম্মিক বলে সে ধর্ম্মের অবমাননা করে!

কৃপ। অশ্বত্থমা! তুমি মনে করো না, যে ন্যায় যুদ্ধে আচার্য্যের প্রাণ সংহারে অর্জ্জুন অশক্ত ছিল। কৃষ্ণ যার সহায়, শত আচার্য্যের প্রাণ সংহারও তার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়! কেবল কৃষ্ণ চক্র ক'রে আচার্য্যের মান রক্ষার জন্য সম্মুখ সমরে তাঁর প্রাণ সংহার করেন নাই। আরও তুমি বেশ জেন, কুরুযুদ্ধে আচার্য্য ও ভীষ্মের মৃত্যুই অধিকতর প্রার্থনীয় ছিল। এই যুদ্ধে জয় অপেক্ষা পরাজয়ই তাঁদের সন্তোষের কারণ; তুমি জান না দুর্ম্মতি দুঃশাসন যখন সভা মধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে, তখন আচার্য্যের মুখশ্রী বিষাদ ও ক্ষোভে যেরূপ মলিন হয়েছিল, আজ মৃত্যুতেও তাঁর মুখশ্রী তাদৃশ বিবর্ণ হয় নাই।

অশ্ব। মাতুল! সত্য বটে, পিতা তাঁর প্রিয় শিষ্যের প্রিয় কামনায় জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না; কিন্তু এও আপনি বেশ জান্‌বেন, অশ্বত্থমাও তার পিতৃহন্তার প্রতিহিংসা কর্ত্তে প্রতিনিবৃত্ত হবে না। অদ্য বা কল্য তার প্রতিশোধ অবশ্যই প্রদান কর্‌বে।

কৃপ। তুমি কিসে তার প্রতিশোধ প্রদান কর্‌বে?

অশ্ব। (সক্রোধে অসি নিষ্কাশিত করিয়া) এই অসি অব-

লম্বনে। যে ব্যক্তি আমার পিতার সম্মুখে তাঁর একমাত্র পুত্র অশ্বত্থমার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেছে; তাঁকে অচিরাৎ তার পুত্রের অকাল মৃত্যু সংবাদ শুন্‌তে হবে। যে ব্যক্তি পিতার মুমূর্ষু সময় তাঁর হৃদয় পুত্র শোকানলে দগ্ধ করেছে; তার হৃদয় আজীবন পুত্র শোকানলে দগ্ধ হবে। মাতুল! আপনি গুরুজন আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করে বল্‌ছি (চরণ ধরিয়া) অশ্বত্থমার এ প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

কৃপ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) অশ্বত্থমা! ক্ষান্ত হও। আচার্য্যের শোকে তোমার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হয়েছে, এ সময় তোমার প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়। যাতে আচার্য্যের ঔর্দ্ধ দেহিক কার্য্য সম্পন্ন হয় তারই উদ্যোগী হও। কুরুযুদ্ধের এই শেষ যবনিকা পতন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল করে প্রাণ ভয়ে পশুর ন্যায় পলায়ন করেছে। চল আমরা সত্বর এ শোকপূর্ণ শ্মশান-ভূমি পরিত্যাগ করে অন্য স্থানে প্রস্থান করি।

অশ্ব। মাতুল! এ কথা আপনার মুখের যোগ্য উত্তর হয় নি। দুর্য্যোধনের অন্নের শোণিত এখনও আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া অশ্বত্থমার সাধ্যায়ত্ত নয়, আপনার ইচ্ছা হয় এখনই প্রস্থান করুন। আমার পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের জন্য আপনাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না। আপনি দেখ্‌তে পেলেন্ না এই আমার দুঃখ রইল। (বক্ষে হস্ত দিয়া) ক্রোধানলে, শোকানলে, ক্ষোভানলে তাঁর পবিত্র দেহ দগ্ধ কর্‌ছি। আবার অচিরাৎ শত্রুর উষ্ণ শোণিতে তাঁর প্রেত তর্পণ সম্পন্ন কর্‌ব। অশ্বত্থমা কপটী নয় যে বাহ্য আড়ম্বরে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বে; কিম্বা স্ত্রীলোকের ন্যায় অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করে লোকের কাছে শোক জানাবে। আর আপনাকে ধার্ম্মিক বলে পরিচিত কর্‌বার জন্য অহঙ্কার পূর্ণ অন্তঃকরণে ধর্ম্মরূপ অধর্ম্ম যজ্ঞের আয়োজন কর্‌বে! পিতৃ-শোকে কাঁদতে হয় নির্জ্জনে বসে কাঁদ্‌ব।—এখনি কি হৃদয়ের শোকানল অশ্রুবারিতে নির্ব্বাণ কর্‌ব? কখনই না।

কৃপ। (অশ্বত্থমার হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয় বৎস! তুমি ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করেছ বটে, কিন্তু তোমার বল, বিক্রম, সাহস ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও

অধিক। এখন আমার বাক্যে ক্ষান্ত হও। চল কুরুরাজের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইগে।

অশ্ব। মাতুল! আপনি ত যুদ্ধ বিষয়ে নিবৃত্ত হয়েছেন, তবে আর দুর্য্যোধনের অনুসন্ধানে আপনার প্রয়োজন কি?

কৃপ। বৎস! তোমার প্রিয় কার্য্য আমার অপ্রিয় হলেও প্রিয়। চল আর বিলম্ব করো না।

অশ্ব। আপনার অনুমতির অপেক্ষা, আমি এখনি প্রস্তুত আছি।

কৃপ। চল বৎস! দেখি গিয়ে দেশ দেশান্তরে।
কৌরব গৌরব-রবি আছে কোথাকারে॥

[উভয়ের প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক।

—o—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

—ss—

(ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও গান্ধারী আসীন।)

ধৃত। সঞ্জয়! সকলই অদৃষ্টের ঘটনা! দুর্য্যোধন হতে কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হবে তা জ্ঞাত সত্তেও আমি———

সঞ্জ। মহারাজ! অপরাধ মাপ কর্‌বেন। কেবল দুর্য্যোধনের দোষ নয়, আপনারও তাতে বিলক্ষণ সহায়তা ছিল।

ধৃত। সঞ্জয়! আমার প্রতি তোমার দোষারোপ করা অন্যায়; আমি অন্ধ, অন্যের সাহায্য বিনা গতি শক্তি রহিত। আমার সহায়তা ও বিপক্ষতা উভয়ই সমান। বিশেষ কৌরব ও পাণ্ডব আমার কাছে তুল্য।

সঞ্জ। মহারাজ! এ কথা অন্যের কাছে বল্‌বেন, সঞ্জয় সকলই জ্ঞাত আছে, আত্ম-দোষ গোপন কর্‌তে হয় অন্যের কাছে কর্‌বেন।

ধৃত। কেন সঞ্জয়? কৌরব আর পাণ্ডব আমার কাছে কি বিভিন্ন!

সঞ্জ। কুরুনাথ! এক পক্ষে যতুগৃহ প্রবেশ, অপর পক্ষে হৈম গৃহে বাস; এক পক্ষে বিষ প্রদান, অপর পক্ষে অমৃত ভোজন; এক পক্ষে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, অপর পক্ষে হস্তীনারি রাজসিংহাসন; এই দুয়ের বিভিন্ন আর অভিন্ন আপনিই জানেন।

ধৃত। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সঞ্জয়! অযশ, অন্যায় অপবাদ অসময়েরই অনুবর্ত্তী। তুমি আর আমায় অধিক কি বল্‌বে, আমি সকলি জ্ঞাত আছি। বিধাতা আমার ভাগ্যে যে কত দুঃখ লিখেছেন, তার আর পরিসীমা নাই।

গান্ধা। মহারাজ! আত্মকৃত অপরাধের জন্য বিধাতার নিন্দা কর্‌বেন না। আমি আপনার কাছে কত অনুনয় বিনয় করেছি, চরণ ধরে রোদন করে বলেছি, দ্যুতক্রীড়ার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করবেন না। আপনি কথা শুনলেন না। বিদুর কত হিত-উপদেশ দিয়েছিল তার কথা মানলেন না। এখন আপনার স্বহস্তঅর্জ্জিত পাপ বৃক্ষের ফলভোগ করুন। তার জন্য আর অনুশোচনার প্রয়োজন কি?

ধৃত। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) গান্ধারি! পুত্র-শোক অতি অসহ্য!

গান্ধা। মহারাজ! আপনার পক্ষে নয়। (ক্রন্দন স্বরে) দশ মাস দশ দিন গর্ভ ধারণের যে কি যন্ত্রণা, আর একটী পুত্র পালন কর্‌তে জননীর যে কতদূর কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়, তার যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও আপনি অনুভব করতে পার্‌তেন, তা হ'লে কখনই পুত্রগণকে এরূপ দুঃসহ কার্য্যে নিয়োগ কর্‌তেন না। স্বামিন্! দাসীর অপরাধ মাপ কর্‌বেন। আপনার পুত্র আপনিই নিধন করেছেন, তার জন্য অন্যের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়।

ধৃত। গান্ধারি! তুমি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ কর্‌ছ। আমি স্বপ্নেও কখন ও দুর্য্যোধনের অমঙ্গল আশঙ্কা করি নাই।

গান্ধা। নরনাথ! পুত্রগণকে অধর্ম্ম পথে প্রবৃত্তি দেওয়া, আর কালের করাল মুখে প্রেরণ করা উভয়ই তুল্য।

ধৃত। স্বাধ্বি! তোমার পুত্রগণ আপনা হতেই অধর্ম্ম পথে প্রবৃত্ত হয়ে ছিল, আমি কেবল কলঙ্কের নিমিত্ত মাত্র।

গান্ধা। কুরুনাথ! আমার সন্তানগণ অধর্ম্মাচারী ছিল বটে, কিন্তু সকল কার্য্যই আপনার অনুজ্ঞার অপেক্ষা করত।

ধৃত। (মস্তক অবনত করিয়া) বিধিলিপী অখণ্ডনীয়।

গান্ধা। ধর্ম্মের জয় অখণ্ডনীয়।

ধৃত। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) কুটীল কৃষ্ণই কুরুকুল নাশের মূল।

গান্ধা। কৌরবপতি! জীবিতেশ্বর! তোমার চরণ ধরি; (চরণ ধরিয়া) কৃষ্ণ নিন্দা পরিত্যাগ কর। "যথা ধর্ম্ম তথা গোবিন্দঃ।" আমার পুত্রগণের যদি কিঞ্চিন্মাত্রও ধর্ম্মে মতি থাক্‌ত, তাহ'লে চক্রপাণি মধুসূদন কখন পাণ্ডব রথ-চক্র-চালন জন্য অশ্বরজ্জু ধারণ করতেন না। আর ও বলি নাথ! তোমার চরণ সেবা বলে দাসীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়; আমার ক্রোধ কৃতান্তেরও ভয়প্রদ। যদি কৌরব কূল পাপপঙ্কে কলুষিত না হ'ত, তাহ'লে তোমার চরণ স্পর্শ করে বল্‌চি, কৃতান্তেরও সাধ্য ছিল না যে, আমার সন্তান গণের কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

ধৃত। গান্ধারি! চরণ ত্যাগ কর; তোমার গুণ লোকাতীত। কৌরব কুল তোমা হতেই পবিত্র হয়েছে। প্রিয়ে! কৌরব বংশ আপনা হতেই নিধন হয়েছে সত্য। কিন্তু স্বাধ্বি! মনে ভেবে দেখ দেখি জয়দ্রথ আমার কার দোষে অকালে নিধন প্রাপ্ত হয়েছে।

গান্ধা। (চরণ ত্যাগান্তে) মহারাজ! জয়দ্রথ ও দুঃশাসন যদি জীবিত থাক্‌বে, তবে সতীর পাতিব্রত্য ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সতী জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সে ধর্ম্ম কি একটী দুর্ব্বৃত্তের প্রতিফল প্রদানে সক্ষম হবে না? যে দিন জয়দ্রথ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের পরামর্শে পতিব্রতা সতী দ্রৌপদী হরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই দিনই- জেনেছি প্রাণাধিকা সুকুমারী দুঃশলার ভাগ্যে বিধাতা বৈধব্য যন্ত্রণা লিখেছেন। রাজন্! আমি কৃষ্ণের কিছু-মাত্র দোষ দেখি না। তিনি ধর্ম্মের সহায়;—যুধিষ্ঠিরের ও নয় দুর্য্যোধনের ও নয়। কেবল তাঁর নিকট আমার একটী প্রশ্ন আছে। দেখি জগৎপতি আমায় কি বলে প্রবোধ দেন। যদি তিনি আমায় নিবৃত্ত করতে না পারেন,

—কুরুনাথ! জীবিতেশ্বর! আপনার নিকট বল্‌ছি; যদি দাসীর আপনার প্রতি একান্ত ভক্তি থাকে, আপনার ঐ চরণ ভিন্ন যদি আমার অন্য ধনে মতি না থাকে, তবে আমার এই অলঙ্ঘনীয় বাক্য কখনই বৃথা হবে না। যেরূপ আজ হস্তীনাপুরী কৌরব শূন্য হয়েছে, কৌরব বধূগণ চির-বিচ্ছেদে যেরূপ রোদন করছে, আমার ও তোমার হৃদয় যেরূপ পুত্রশোকানলে দগ্ধ হচ্ছে—অচিরাৎ দ্বারাবতী এইরূপ যাদব শূন্য হবে; আর যাদব বধূগণ এইরূপ পতি-বিয়োগে ক্রন্দন কর্‌বে। বসুদেব ও দৈবকী আমাদের ন্যায় এইরূপ পুত্র-শোকে হাহাকার স্বরে রোদন করবে। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) বাসুদেব! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন; দীনবন্ধু! তোমার পদে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। (মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূমিতলে পতন।)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বৈপায়ন হ্রদ-কূল—দুর্য্যোধন দণ্ডায়মান।

দুর্য্যো। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এই বারি পূর্ণ দ্বৈপায়ন হ্রদই আমার জীবন রক্ষার এক মাত্র উপায়। মনুষ্যের আবাস ভূমি এখন আমার পক্ষে বিষময় স্থান। যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে মস্তক অবনত করে আমাকে রাজসম্ভ্রম প্রকাশ করত, আজ হয় ত তাদের সঙ্গে দেখা হ'লে মুখ-ভঙ্গিদ্বারা কত অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অভক্তি সূচক ভাব প্রকাশ করবে; তা অপেক্ষা অরণ্যে হিংস্র জন্তুর সহ বাস, অথবা অনলে বা জীবনে প্রবেশ সহস্র গুণে শান্তিপ্রদ। হাঃ আমার প্রদীপ্ত সৌভাগ্য-সূর্য্য সর্ব্বোচ্চ গগনললাট হ'তে ইহ জন্মের মত অদ্য অস্তমিত হল—কালের তমোময় গর্ভে চির-দিনের জন্য নিহিত হল, কৌরব গৌরব রাজমুকুট আমার শিরোদেশ হইতে ইহ জন্মের মত অদ্য পতিত হল। হস্তীনার রাজ সিংহাসন হতে আমার দেহ অদ্য অপসারিত হল। আর একটী কথা,—উঃ! হৃদয় ফেটে যায়! সে কথা মনে হলে শরীর অবসন্ন হয়, নিশ্বাস প্রতিরোধ হয় জীবন ধারণে আর ক্ষণ মাত্রও ইচ্ছা থাকে না। না—সে কথা আর আমার মুখ দ্বারা নিঃসৃত হবে না। উঃ! অসহ্য!

(মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত হইয়া)

হস্তীনার রাজ অন্তঃপুর—গান্ধারী জননী—অন্ধ পিতা—প্রাণ-সর্ব্বস্ব—জীবনের সহভাগী—আশার লতা—মনের সুখ—দুঃখের ভাগী—পরিশ্রমের শান্তি? নয়নের পরিতৃপ্তি ভানুমতি!—প্রাণেশ্বরি! তুমি আমা বিহনে কিরূপে জীবিতা থাকবে? সাধ্বী সতী দ্রৌপদীর অবমাননার কথা মনে করে, ভীমসেন যখন তোমায় দুর্ব্বাক্য বলবে, তখন না জানি

কতই রোদন করবে? উঃ! অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে গেল—এ অপেক্ষা—(ক্ষণেক নীরবে চিন্তা, পরে স্বপ্নের ন্যায়) হস্তীনার রাজ সভাস্থল—রজত নির্ম্মিত রত্নবিভূষিত সিংহাসনোপরি যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট; আমি রাজসমীপে বন্দী। বিদুর সহাস্যমুখে আমার দুর্ভাগ্য শির হতে রাজশ্রী সুবর্ণ মুকুট উত্তোলন করে যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য ললাটে স্থাপন করিল। যুধিষ্ঠিরের প্রশান্ত মুখশ্রী আরও অধিকতর গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সভাস্থ অন্যান্য লোক সকলি আমার দুঃখে হাসিল। ভীমসেন—দাম্ভিক ভীমসেন আমার দিকে চাহিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিল। দক্ষিণ দিকে আমার পূজ্যপাদ অন্ধ পিতা মস্তক অবনত করে উপবিষ্ট; তাঁর বামপার্শ্বে আমার স্নেহময়ী জননী উপবিষ্টা হয়ে অজস্র অশ্রু বর্ষণ কর্‌ছেন; তার কিঞ্চিৎ দূরে আমার জীবন-তোষিণী—আদরের ভানুমতী বৈধব্য-বেশ ধারণ করেছেন। আহা! মুখখানি মলিন, যেন পাণ্ডুবধূগণ কত তিরস্কার করেছে। তাই আমার নিকট বল্‌তে আস্‌ছেন, ভীমসেনকে দেখ্‌তে পেয়ে যেন ভয়ে জননীর পশ্চাৎ লুকায়ে রইলেন। অন্যান্য কুরুবধূগণ আমাকে দেখে কপালে করাঘাত করে বল্লে, "এই কুরুনাথ হতেই আমাদের স্বামী পুত্রের জীবন বিসর্জ্জন হয়েছে।" তাদের সেই সকরুণ বিলাপস্বর আমার হৃদয়-কন্দরে বিদ্ধ হল। উঃ! সে স্বর অসহ্য!—অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শর—রথীগণের সুশাণিত শর এ অপেক্ষা সহনীয়। আর সহ্য হয় না;——আবার কি?—সম্মুখে কেও?—অনল প্রজ্বলিত চিতা—বিধবা বধূ—আমার প্রিয়তম পুত্রের বিধবা রমণী! বিধাতঃ! তুমি আমার চৈতন্য এখনি বিলোপ কর। (নীরবে-অবস্থিতি) একি! (বেগে গাত্রোত্থান করিয়া) একি! ভীমসেন! দুরাত্মা ভীমসেন! বিধবা রমণীর প্রতি বল প্রকাশ!—আমার প্রিয়তমা ভানুমতির প্রতি বল প্রকাশ!—যুধিষ্ঠির! তুমি নাকি পরম ধার্ম্মিক; এই কি তোমার ধর্ম্মভীরুতা!—বিদুর! তুই কোন্ সাহসে কুরুরাজ মহিষীর অঞ্চল ধারণ করেছিস্? শীঘ্র ত্যাগ কর্, নচেৎ এখনি তোদের পাপের সমুচিত ফল প্রদান কর্‌ব। ওঃ! দুরাত্মারা সকলেই একত্রিত হয়েছে! পাল্লেম না—ভানুমতীকে রক্ষা কর্‌তে পাল্লেম না! পৃথিবী রসাতলে যা'ক্, চন্দ্র সূর্য্য খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ুক। অনল! তুমি হস্তীনাকে ভস্মীভূত কর। আর না

কুরুবংশ পাণ্ডুবংশ সমূলে নির্ম্মূল হোক্, পৃথিবী বীর শূন্য হোক্।—ভানুমতী অপহৃতা! (মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিত—ক্ষণেক পরে) ভানুমতী সতী—দ্রৌপদী সতী—কার সাধ্য সতীর সতীত্ব নষ্ট করে——একি!——

[নীরবে দণ্ডায়মান।

[ব্যাধ ত্রয়ের প্রবেশ।]

(দুর হইতে দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া)

১ ম-ব্যাধ। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) চাচা! ঐ কি দেঁড়িয়ে রয়েছে!

২ য়-ব্যাধ। ও দেখি মানুষ।

১ ম-ব্যাধ। না ও ভূত।

২ য়-ব্যাধ। (বিশেষ নিরীক্ষণানন্তর) ওর মাথায় যেন কি একটা জ্বল্‌ছে। তা ভূত হতে পারে, কিন্তু তাহলে ওর ন্যাজ কোথা?

১ ম-ব্যাধ। ভূতের কি ন্যাজ থাকে মিন্‌ষে?

২ য়-ব্যাধ। ভূত কি মানুষ?

৩ য়-ব্যাধ। সব ভূতের ভাই ন্যাজ থাকে না।

২ য়-ব্যাধ। তুই ভূত দেখ্‌লি কোথায় যে ন্যাজ নেই জান্‌লি।

৩ য়-ব্যাধ। আমাদের বাবুদের বাড়ীর বৌ ঠাকুরাণীদের মাঝে মাঝে ভূতে পেয়ে থাকে, সে সব ভূতের ত ভাই ন্যাজ নেই।

২ য়-ব্যাধ। তবে তাদের কি আছে?

৩ য়-ব্যাধ। ক্যান তারা দিব্বি ফিট্ বাবু। দিনের বেলায় বাবুদের বাড়ী চাক্‌রী করে রাত্র হলে ভূত হয়।

২ য়-ব্যাধ। বাবুরা কিছু বলে না।

৩ য়-ব্যাধ। তাহলে কি আর রক্ষা আছে। গিন্নীরা বলে আমাদের পোষা ভূত। ওসব ভূত তাড়ালে কি আর বংশ থাকে?

১ ম-ব্যাধ। বাবুদের ভূতে কিছু বলে না?

৩ য়-ব্যাধ। বাবুরা কি রাত্রে আর ঘরে থাকে।

২ য়-ব্যাধ। কোথা যায়?

৩ য়-ব্যাধ। পেত্নী বাড়ী।

২য়-ব্যাধ। তা হলে ত ভূতের বাসা হবেই।

১ম-ব্যাধ। কিন্তু ভাই ভূতের মাথায় ওটা কি চিক্‌মিক্ করে, বল্ দিনি।

৩য়-ব্যাধ। ও ভাই! আজ্‌কালকার ভূতেদের পেত্নী বাড়ী যাবার ঐ এক রকম নূতন পোষাক হয়েছে। ওর একটা মাথায় না দিলে মান্য হয় না।

দুর্য্যো। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) দুষ্কর্ম্মের দুর্দ্দশাই শেষ ফল।

ব্যাধগণ। ভূতে ধর্‌লে। (চীৎকার করিয়া সবেগে সকলের প্রস্থান—প্রথমের ভূতলে পতন।)

দুর্য্যো। এই নির্জ্জন প্রদেশে মনুষ্যের পদ শব্দ! কি আশ্চর্য্য! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) নিশ্চয়ই পামর পাণ্ডব সৈন্যগণ আমার পশ্চাদানুবর্ত্তী হয়েছে। তার আর সন্দেহ নাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) একটী লোক যেন অচৈতন্যের ন্যায় পড়ে আছে। আচ্ছা এর নিকটে জান্‌লে সমস্ত সন্ধান পাওয়া যাবে। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া নিরীক্ষণান্তর, স্বগত) এ ব্যক্তির অবস্থা দেখে বোধ হচ্ছে এ কোন সৈনিক পুরুষ নয়। (প্রকাশ্যে) তুই কে?

১ম-ব্যাধ—। নীরব।

দুর্য্যো। অচৈতন্যের ন্যায় বোধ হচ্চ—(গদাদ্বারা স্পর্শ করিয়া) কে তুই? এখানে কি জন্য আছিস?

১ম-ব্যাধ। (বিকট স্বরে) ভূত—

দুর্য্যো। উন্মাদ বলে বোধ হচ্ছে।

১ম-ব্যাধ। উন্মাদ নয় বাপু ভয়।

দুর্য্যো। কিসের

১ম-ব্যাধ। ভূতের—

দুর্য্যো। ভূত! কোথায়?

১ম-ব্যাধ। (অঙ্গুলির দ্বারা) ঐ দিকে।

দুর্য্যো। কৈ দেখাও ত?

১ম-ব্যাধ। না বাপু চোখ্ মেলব না।

দুর্য্যো। তোমার ভয় নাই।

১ম-ব্যাধ। সাহস ও নাই।

১ ম-ব্যাধ। মশাই কে ?

দুর্য্যো। হস্তিনাপতি।

১ ম-ব্যাধ (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক সসব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজ! আপনি এখানে কি জন্য ?

দুর্য্যো। তার পর বল্‌ব ; তোমার সঙ্গে আর কোন রাজপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল ?

১ ম-ব্যাধ। মহারাজ! আপনি ভিন্ন আর কাহারও সহিত সাক্ষাত নেই।

দুর্য্যো। তবে তোমায় একটী কথা বলি ; আমি এখানে আছি, সাবধান, একথা তুমি আর কারও নিকট ব্যক্ত করো না।

১ ম-ব্যাধ। না মহারাজ! কখনই না। তা আপনি এখানে কি—

দুর্য্যো। সে কথা জানা তোমার নিষ্প্রয়োজন।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান]

(সসব্যস্তে হ্রদে প্রবেশ।)

১ ম-ব্যাধ। (স্বগতঃ) মহারাজ যে দেখি জলে ডুব্‌লেন। রাম! রাম! আমরা মনে করে ছিলেম ভূত। ভূত কি আর পুরুষ মানুষের কাছে আস্‌তে পারে ? ভৈরবে কি ভীতু, আমায় একা রেখে পালিয়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ভৈরব দা!—জয় হরি দা! ওরে ভয় নেই ভূত না—ভূত না— মানুষ!

নেপথ্যে। তোকে কি ধরেছে ?

১ ম-ব্যাধ। কিসে ধর্‌বে ?

নেপথ্যে। ভূতে।

১ ম-ব্যাধ। আরে না ভূত কোথায় ও মানুষ।

(জয় হরি ও ভৈরবের রাম রাম বলিতে-বলিতে প্রবেশ।)

১ ম-ব্যাধ। তোদের পুরুষ মানুষ বলে কে ?

জয়। ব্যাটা তোর ভ্যালা সাহস! আমরা পেলিয়ে গেলেম্—তুই একা দেঁড়িয়ে ছিলি।

১ ম-ব্যাধ। তাতে আর ভয় কি? আমি ত আর তোদের মত মেয়ে মানুষ নই, যে ভয়ে পালাব? মর্‌ব তবুও পালাব না।

জয়। সাবাস্ ভাই!

ভৈর। বল্‌ত ভাই! কি দেখ্‌লি?

১ ম-ব্যাধ। তা তোদের বলা হবে না।

জয়। ক্যান?

১ ম-ব্যাধ। মানা করেছে।

ভৈর। কে?

১ ম-ব্যাধ। মহারাজ।

জয়। মহারাজ কে?

১ ম-ব্যাধ। যার মাটীতে বাস করিস্।

ভৈর। তিনি হেথা কি জন্যে এসেছেন্?

১ ম-ব্যাধ। তা বল্‌তে পারি নে।

জয়। আচ্ছা, কোথায় গেলেন?

১ ম-ব্যাধ। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ জলের মধ্যে আছেন, তা বলা হবে না।

জয়। আমরা তোর কথা শুন্‌তে চাই নে। মহারাজ জলের মধ্যে আছেন, তুই ব্যাটা পাগল নাকি রে?

ভৈর। মহারাজ মাছ না কুমীর?

১ ম-ব্যাধ। সত্যি, তোকে মিছে বল্‌ছি নে। বিশ্বেস না হয় জলে নেবে দ্যাখ।

জয়। পাগলের কথায় কে জলে নাবে। (উভয়ের পৃষ্ঠে হাত দিয়া) চল্ ভাই! চল্, অনেক দূর যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

———৪৪———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যের প্রান্তভাগ—গদাহস্তে ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন! তোর পাপের প্রতিফল সম্যক্ রূপে প্রদান করা হয়েছে। এখন তোর জীবন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তোকে বিনাশ কর্‌তে পার্‌লে এই দুর্নিবার সমরানল, আর আমার সেই চির ক্রোধানলের নিবৃত্তি হয়।

[নেপথ্যে।]

১ ম-ব্যাধ। জয়হরি! খবরদার—

জয়। আমায় আর তোর সাবধান কর্‌তে হবে না। তুই আপনিই সাবধান থাকিস্।

১ ম-ব্যাধ। আমি যখন মহারাজের কাছে প্রতিজ্ঞে করেছি, তখন আর প্রাণ থাক্‌তে কার ও কাছে বল্‌ব না। আর যে বল্‌বে তার সর্ব্বনাশ হবে।

ভৈর। আমায় যে গাল দেবে তার সর্ব্বনাশ হবে।

জয়। ব্যাটা তোকে গাল দিচ্ছে কে, যে তুই খামাকা ঝগড়া কর্‌ছিস্?

ভৈর। ঐ যে ও ব্যাটা বল্লে তোর সর্ব্বনাশ হবে।

[ব্যাধ ত্রয়ের প্রবেশ।]

১ম ব্যাধ। আমি কি তোর কথা বল্‌ছি। যে মহারাজ দুর্য্যোধনের হ্রদ প্রবেশের কথা বল্‌বে তার সর্ব্বনাশ হবে।

ভীম। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) তোমরা কে? কি জন্যেই বা কলহ কর্‌ছ?

ভৈর। আজ্ঞে মহারাজ দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে আছেন, একথা আমরা কারও কাছে বল্‌ব না। (অঙ্গুলি দ্বারা) ঐ ব্যাটা গাল দিচ্ছে, মশাই ত ভদ্রলোক কার দোষ তাই বিচার করুন দিনি।

ভীম (স্বগত) আমি যার জন্য অরণ্য পর্য্যটন করেছি, তারই সন্ধান পাওয়া গেল। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তোমরা সে কথা কারও কাছে প্রকাশ করো না। কোন্ হ্রদে লুকিয়ে আছে বল দেখি ?

জয়। আজ্ঞে মশাই ঐ দ্বৈপায়ন হ্রদে—একথা আমাদের যান থাক্‌তে কাকেও বল্‌ব না।

ভীম। না কথন বলো না।

[ব্যাধগণের প্রস্থান।]

ভীম। অজ্ঞ লোকের নিকট গুহ্য বিষয় প্রকাশ কর্‌লে তার ভবিষ্যৎ ফল এইরূপই ঘটে। যা হোক্ চির অভীষ্ট সিদ্ধির আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই ; এখন মহারাজের অনুমতি সাপেক্ষ।

[ভীমের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—o—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ অসীন,
অর্জ্জুন ও সহদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান,
নকুলও অন্যান্য পাণ্ডব সেনাগণের প্রবেশ]।

নকু। রাজন্! সর্ব্বত্র পর্য্যটন করলেম—কোথাও দুর্ম্মতির অনুসন্ধান পেলেম না।

যুধি। পামর নিশ্চই প্রাণ ভয়ে পলায়ন করেছে।

অর্জ্জু। যে মূঢ় যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের প্রাণ বিনাশ দেখে নিজে জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করে, তার সে জীবনে ধিক্!

[দ্রুতবেগে ভীমের প্রবেশ]

ভীম। (সসব্যস্তে) রাজন্! সত্বর গাত্রোত্থান করুন ; আর বিলম্ব কর্‌বেন না। চির শত্রু কৌরব কুলাঙ্গার জীবন রক্ষার জন্য দ্বৈপায়ন হ্রদে

প্রবেশ করেছে। চলুন সত্বর চলুন। শত্রু বধে আর কাল বিলম্ব করবেন্ না।

যুধি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভীমের হস্ত ধারণ করিয়া) ভ্রাতঃ! তোমার অসাধ্য কি আছে! যখন দুর্ম্মতির অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তখন নিশ্চই তার প্রাণ বিনাশের কাল উপস্থিত। তার জন্য এত ব্যগ্র কেন, বিশেষ কোন কার্য্যেই বিবেচনা না করে সত্বর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

ভীম। মহারাজ! শত্রু বিনাশে বিবেচনার আর অপেক্ষা কি?

যুধি। সকল বিষয়েরই বিবেচনা আছে। বিশেষ পলায়িত ভীরু অস্ত্র হীন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করা বিধেয় কি না অগ্রে সে বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

ভীম। কিসের জন্য?

যুধি। অধর্ম্ম আছে।

ভীম। (সক্রোধে) মহারাজ! ধর্ম্ম কি কেবল পাণ্ডব পক্ষে, কৌরব পক্ষে নয়? এক বস্ত্রা রজস্বলা ভ্রাতৃবধূর কেশাকর্ষণে কি অধর্ম্ম নাই? পিতৃ হীন, সহায় হীন, আশ্রিত জ্ঞাতি পুত্র গণকে বিষ প্রদানে কি অধর্ম্ম নাই? যতুগৃহে দাহন, কপট দ্যূতে পরস্ব হরণে কি অধর্ম্ম নাই? আর্য্য! আপনার কি জননীর সে শোকাশ্রু মনে নাই? উঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! ষোড়শ বর্ষীয় শিশুর প্রতি সপ্তরথীর অস্ত্রাঘাত, তাদের সঙ্গে আবার ধর্ম্মাচরণ? এরূপ ধর্ম্ম রক্ষা চেয়ে চিরকাল নরকবাস ও অল্প কষ্টপ্রদ।

অর্জ্জু। (সক্রোধে গাত্রোত্থান করিয়া) মধ্যম দাদা মহাশয়! আর অনুজ্ঞার প্রয়োজন নাই, দয়ায় প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই। চলুন— এখনই চলুন—কৌরব কুলাঙ্গারের শিরশ্ছেদন না করে জল স্পর্শ করবনা। তাতে যে অধর্ম্ম হয় আমার হবে। স্ত্রী বধে, গো বধে, অতিথি বধে, কুলবধূর সতীত্ব হরণে, কপটতায়, শঠতায়, চৌর্য্যে, গুরু-পত্নী-হরণে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে, মিথ্যাপবাদ ঘোষণায়, বিশ্বাসঘাতকতায়, কৃতঘ্নতায় যে অধর্ম্ম, এ অপেক্ষা ও যদি অধিক কিছু গুরুতর অধর্ম্ম থাকে সে অধর্ম্ম আমার হবে। কৌরব বধে—শত্রু বধে—পুত্র হন্তা বধে—কখনই ক্ষান্ত হব না।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ক্রোধ সম্বরণ কর। ক্রোধের আধিক্যে যশ ও সম্মানের কিছু আধিক্য হয় না। অক্রোধী জনই ইহলোকে যশ ও গৌরব লাভ করে থাকেন। তোমার ন্যায় সুবিজ্ঞ লোকের অশেষ দোষের ও দুঃখের আকর ক্রোধের বশতাপন্ন হওয়া উচিত নয়।

অর্জ্জু। কেশব! যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, সলিলের আর্দ্র কারিণী শক্তি স্বাভাবিক, তদ্রূপ পুত্র-হন্তার প্রতি হিংসা মনুষ্য মনের স্বতঃ সিদ্ধ প্রবৃত্তি। যাদবেন্দ্র! (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে বিটপী শাখায় বিহঙ্গমগণ উপবিষ্ট আছে, যারা মনুষ্যের পদ-শব্দে পলায়ন করে, তাদেরও যদি শাবকের প্রতি কোন অত্যাচার করা যায়, তখন আর ভয়ে পলায়ন করে না—অত্যাচারীর প্রতি হিংসার জন্য তারাও চঞ্চু আঘাত কর্ত্তে অগ্রসর হয়।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! তোমার বাক্যের কোন অংশই আমি অযুক্ত বলি না। কিন্তু তত্রাচ জ্যেষ্ঠের বাক্যের অবহেলা করা কি কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য?

ভীম। যদুপতি! যদি জ্যেষ্ঠের বাক্য অবহেলনে আমাদের ক্ষমতা থাকৃত, তাহলে বসুন্ধরাকে এতদিন কৌরব ভার বহন করতে হ'ত না। দুরাত্মাগণ যে দিন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে ছিল, সেই দিনই কৌরবকুল অস্তমিত হত।

কৃষ্ণ। ভীম! কৌরবের কথা দূরে থাক্, তোমার ক্রোধ দেবগণেরও ভয়প্রদ। কিন্তু আমার অনুরোধে ধর্ম্ম-রাজের অনুমতি কাল পর্য্যন্ত ক্রোধের উপশম কর।

ভীম। দ্বারকানাথ! ক্রোধই করি আর প্রতিজ্ঞাই করি, ধর্ম্মই হোক্ আর অধর্ম্মই হোক্, সুখই হোক্ আর দুঃখই হোক্, জ্যেষ্ঠের বিনানুমতিতে আমাদের এক পদও অগ্রসর হওয়ার অধিকার নাই। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই পাণ্ডুনাথই আমাদের ইহ জন্মের সুখ দুঃখের অধিকারী। যদি ভিক্ষান্নে চির-জীবন অতিবাহিত করতে হয় সেও স্বীকার, তবু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য অলঙ্ঘনীয়।

যুধি। সাধু ভ্রাতঃ! তোমার অমৃতময় বাক্যে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হল। আশীর্ব্বাদ করি অঙ্গের বল দ্বিগুণ হোক্। আমার জন্য তোমরা অনেক প্রকার কষ্ট ভোগ করেছ। ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস, অজ্ঞা-

মূলাহার, বৃক্ষমূলে শয়ন, উদরান্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রিয়তমা পত্নীর অপমান দর্শন, স্নেহময়ী জননীর কাতরোক্তি শ্রবণ, স্বরাজ্য পরিত্যাগ করে পর-রাজ্যে বাস, বিরাট ভবনে দাসত্ববৃত্তি—এ সমস্ত অসহনীয় কষ্ট তোমরা অব্যাকুলিত-চিত্তে সহ্য করেছ। জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হয়ে তোমাদের ন্যায় দুঃখ ভোগ করা অতি বিরল। তোমরাই যথার্থ প্রকৃত সহোদরের আদর্শ। জগতে তোমাদের এ কীর্ত্তি চির দিন ঘোষণা থাক্‌বে। (বিষাদে) আমার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন; তোমাদের এতাদৃশ দুঃখের আমিই একমাত্র কারণ। পৃথিবীতে আমার ন্যায় দুর্ভাগা আর নাই। চিরদুঃখিনী কুন্তী—স্নেহময়ী জননী—আমা পুত্র গর্ভে ধারণ কোরে, কেবল দুর্ব্বিসহ ভার বহনের ক্লেশই সহ্য করেছেন, এক দিনও সুখ লাভ কর্‌তে পারেন নি। বাল্যকালে পালনের কষ্ট, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস জন্য পরোপাসনা, যৌবনে যখন আমরা সুযোগ্যতা লাভ কর্‌লেম, তখন কুটীল দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় আমরা অশেষ কষ্ট ভোগ করেছি। জননী আমাদের দুঃখে সতত অশ্রু বিসর্জ্জন করেছেন। প্রিয়ানুজ! এ সমস্ত অসহ্য ক্লেশ আমি সহ্য করেছি। কেবল একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম্ম। যদি ধর্ম্মপথে থেকে আজীবন দুঃখ ভোগ কর্‌তে হয়, অধর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য ভোগ অপেক্ষা সেও আমার নিকট সুখকর। ভীম! অধিক আর তোমায় কি বল্‌ব, পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় প্রিয় আমার আর নাই। যদি আমার সম্মুখে কেহ তোমাদের শিরশ্ছেদ করে, অথবা আমার প্রিয় পুত্রের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে শোণিত পান করে, তাতে আমার যত কষ্ট না হয়, তোমরা অধর্ম্মপথে পদাগ্রও অগ্রসর হলে তা অপেক্ষা সহস্র বা লক্ষগুণে অধিক কষ্ট জ্ঞান করি। বৃকোদর! হস্তীনার রাজধানী, ইন্দ্রপ্রস্থের অনুপম রাজসভা সাগর-গর্ভে নিহিত হোক্‌, পৃথিবী রসাতলে যাক্‌, আমার মস্তকে এখনি অশনি নির্ঘাত হোক্‌, তাতে আমি অণুমাত্রও দুঃখিত নই। এই সর্ব্ব সম্মুখে—অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি রাজ্য বা সম্মানে কিম্বা অর্থে আমার অণুমাত্রও প্রয়াস নাই। কেবল ধর্ম্মই আমার লক্ষ্য। রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করি কেবল তোমাদের জন্য। যদি জননীর-গর্ভে আমি একামাত্র জন্ম গ্রহণ কর্‌তেম তাহ'লে কখনই কুলক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন হত না। বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বক্ষস্থলে

শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাত! যে বক্ষস্থলে আমি বাল্যকালে ধূলিধূসরিত-দেহে সুখে নিদ্রা যেতেম সেই বক্ষস্থলে নপুংসক শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাত—এনৃশংস শোচনীয় দৃশ্য কখনই দর্শন কর্‌তেম না। যদি পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্য লাভ হয় তাহলেও এ দুঃখের সমতা হয় না। ধিক্ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে, ধিক্ রাজত্বে, ধিক্ মনুষ্যের আবাস স্থল নগরীতে! ইহা অপেক্ষা হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্য অনেক শান্তিপ্রদ। অরণ্যবাসী হিংস্র জন্তুগণ ইহা অপেক্ষা অনেক স্বার্থ শূন্য। কেশব! আমার এ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই। আজীবন অরণ্যে বাস কর্‌ব, ভ্রাতৃগণ যদিচ্ছাচরণ করুন তাতে আমার আপত্তি নাই।

কৃষ্ণ। সাধু যুধিষ্ঠির! পুণ্যশ্লোক নামের তুমিই যথার্থ অধিকারী।

ভীম। (যুধিষ্ঠিরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া) রাজন্! তবে কুলক্ষয়কর যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল কি? অস্ত্র-গুরু দ্রোণকে কপট যুদ্ধে নিহত, বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের শোণিতে পৃথিবী আর্দ্র, প্রিয়তম পুত্র অভিমন্যুকে কাল ভবনে প্রেরণ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে নিহত করে অরণ্যে বাস করাই কি আপনার এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল?

যুধি। অধর্ম্মার্জ্জিত রাজ্যভোগ অপেক্ষা অরণ্যবাস আমার কাছে সুখপ্রদ। রাজ্য লালসা তোমাদের জন্যে। কৌরব যুদ্ধের অবসান হয়েছে, একমাত্র দুর্য্যোধন জীবিত আছে, তাকে বিনাশ করে তোমরা সুখে রাজ্য ভোগ কর। আমি অরণ্যে থেকে ঈশ্বরের নিকট তোমাদের মঙ্গল কামনা কর্‌ব। রাজ্য সুখে আমাব কিছুমাত্র স্পৃহা নাই——

ভীম। ধর্ম্মরাজ! আপনাকে পরিত্যাগ করে যদি রাজ্য ভোগই আমাদের অভিলাষ হ'ত। তাহলে হস্তীনার সিংহাসন এর অনেক পূর্ব্বে আমাদের অধিকৃত হ'ত।

যুধি। ভীম! সত্য বটে তোমরা ছায়ার ন্যায় আমার অনুগত—কিন্তু তা বলে আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন কর্‌তে পারি না।

ভীম। আমরাও অনুরোধ করি না (মস্তকাবনতকরণ)।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! আততায়ী শত্রু বিনাশে অধর্ম্ম নাই। বিশেষ সমস্ত শত্রু বিনাশ হয়েছে কেবল মাত্র দুর্য্যোধন জীবিত আছে। ব্যাধির শেষ, কার্য্যের শেষ ও শত্রুর শেষ সত্বরই নিঃশেষ করা কর্ত্তব্য।

যুধি। গোবিন্দ! তোমার ভরসায় এই দুর্ব্বিসহ সমরানল প্রজ্বলিত করেছি। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সকলই তোমাতে প্রকাশ। তোমার আজ্ঞা পাণ্ডবের অলঙ্ঘনীয়। মধুসূদন! এ ভবসিন্ধু পারের ধর্ম্মই একমাত্র তরি। দীনবন্ধু! তুমিই তার কাণ্ডারী। শেষ দিন যেন তরি মগ্ন না হয়।

দৈববাণী।

আর কেন পাণ্ডু পুত্র করিতেছ ভয়।
শত্রু বধে ধর্ম্মহানি শাস্ত্রে নাহি হয়॥
বিশেষ অশেষ পাপী রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে বধিলে পাপ নাই কদাচন॥
ষোড়শ বর্ষীয় শিশু অভিমন্যু বীরে।
অন্যায় করিয়া দুষ্ট বধিল সমরে॥
সুকেশিনী দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
কপট করিয়ে দুষ্ট পাশায় জিনিল।
আমি ধর্ম্ম পাপ পুণ্য বিচারি সবার॥
পাপমতি পাবে আজ প্রতিফল তার।
রৌরব নরক দ্বার খুলিল প্রহরী।
শীঘ্রগতি বধ দুষ্টে উরু ভঙ্গ করি॥

ভীম।—ঐ শুন ধর্ম্মরাজ! দৈবে কিবা বলে।
বধিতে দুষ্টেরে আজ্ঞা করিছে সকলে॥

অর্জ্জু।—আজ্ঞা কর ধর্ম্মরাজ দৈবের কৃপায়।
বধিব দুষ্টেরে আজি কি ভয় তাহায়॥

যুধি।—চল ভ্রাতা সবে মেলি করিব গমন।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় বেদের বচন॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে শক্তি নাহি ধরি।
প্রবেশ সমরে সবে বলিয়া মুরারী॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

——৪৪——

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দ্বৈপায়নহ্রদকূল—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও সৈন্যগণ দণ্ডায়মান।]

যুধি। ভাই সুযোধন! একি! হস্তীনার সুপট্ট রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে দ্বৈপায়ন হ্রদ-সলিলে কেন? এতদিন পরে বুঝি তোমার কুলক্ষয়-কর যুদ্ধ পিপাসা ও পাণ্ডবগণের ঈর্ষাবৃত্তির নিবৃত্তি লাভ হল। তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে জীবন থাক্‌তে পাণ্ডুপুত্রগণকে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান কর্‌বে না। কৈ তোমার সে প্রতিজ্ঞা এখন কোথায়?

দুর্য্যো। (সলিল মধ্য হইতে) পাণ্ডব প্রধান! প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হই-নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা জীবনের সঙ্গে লয় হয়—বাক্যের সঙ্গে নয়!

যুধি। যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করাও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়!

দুর্য্যো। তোমার সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার প্রয়োজন নাই। বরং প্রতিপালনে বিপদ্ আছে।

ভীম। (সক্রোধে) যার আজীবন অধর্ম্ম বৃত্তি, তার মুখে আবার ধর্ম্ম শব্দ? ব্যাধের মুখে জীব হিংসার নিন্দা? চোরের মুখে পরদ্রব্য হরণের পাপ কীর্ত্তন? দুর্য্যোধন! ধর্ম্ম শব্দ তোমার মুখের অযোগ্য বাক্য; পবিত্র ধর্ম্ম নাম উচ্চারণে তোমার অধিকার নাই।

দুর্য্যো। মূর্খ ভীমসেন! আমার সহিত সমান উত্তরের তুই অযোগ্য। আজীবন যার অরণ্যে বাস, বনফল বা ভিক্ষাবৃত্তি যার অবলম্বন, মহারাজ হস্তীনাপতির সহিত তার সমান উত্তর শোভা পায় না।

ভীম। (বাহু আস্ফালন করিয়া) পাপিষ্ঠ কৌরবাধম! আমি বনবাসী তুই হস্তীনাপতি—এ কথা মুখে আন্‌তে লজ্জা হল না? কপট দ্যূতে পরাজয় করে বনে পাঠিয়েছিলি, তার প্রতিফল একবার গাত্রোত্থান করে অবলোকন কর্। ঐ শোন্ পতি-পুত্র-বিহীনা ক্ষত্রিয় বীর-পত্নীগণের উচ্চ করুণ-স্বর

গগনমার্গ স্পর্শ করে তোর স্বর্গদ্বার উন্মোচন কর্‌ছে। তোর আদরের ভানুমতী পুত্র-শোকে কাতরা! তুই কি সে শোক কিছুই অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিস্ না? ঐ দেখ্ হস্তীনার রাজ প্রাসাদউপরি তোর পুত্র-বধূগণ—আহা! সুরবালা-নিন্দিত-বাল-বধূগণ পতিসুখ-পিপাসা-অতৃপ্তা-পিপাসিনী চাতকীর ন্যায় সতৃষ্ণনয়নে যুদ্ধ-ক্ষেত্র দিক অবলোকন কর্‌ছে! তোর প্রিয়তম ভ্রাতৃ-বধূ—পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের স্ত্রী চন্দ্র-সূর্য্য অস্পর্শীয় কৌরবপুরী পরিত্যাগ করে রাজপথে দণ্ডায়মান হয়েছে; কপালে করাঘাত কর্‌ছে, কেশ আলুলায়িত, শোকে বিবসন—এ তোর কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্য স্মরণ আছে? দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের! (ক্ষণেক ক্রোধে কম্পিত হইয়া) নরপিশাচ! রাজ্য লোলুপ! তোর পাপে হস্তীনা ছার-খার হয়েছে। তোর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সত্বর গাত্রোত্থান কর্। কৃতান্তের অনন্ত নরক তোর চির বাস স্থান। ভীমের এ অমোঘ গদা সে নরক-পথ-প্রদর্শক। সত্বর প্রস্তুত হ। তোর জন্য নরক-দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে; পৃথিবী পাপে কম্পিত হয়েছে—সত্বর প্রবেশ কর্। পৃথিবীর শান্তি লাভ হোক্। জগত দেখুক—চন্দ্র সূর্য্য দেখুক—পাপের প্রতিফল আছে।

দুর্য্যো। দুরাত্মা ভীম! তোর বাক্য-শেল অসহনীয়। আমার পাপ-ফল আর তোর পুণ্যফল জগত তার সাক্ষী। আমি একচ্ছত্রা পৃথিবীপতি, তুই বিরাটের সূপকার! তোর ভাগ্যে আজীবন দাসত্ব বৃত্তি, আমার ভাগ্যে সসাগরাধরার রাজত্ব! এ দুয়ের কোন্ ফল শ্রেষ্ঠ তা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর্।

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধন! বৃক্ষ সময়ে ফলবান্ হয়। দরিদ্র-ধনী, ধনী দরিদ্র—এ সমস্ত জগৎপতির লীলাখেলা। সাধুর পক্ষে এ দুই অবস্থাই সমান।

যুধি। সুযোধন! তোমার সেই হস্তীনার সিংহাসন এখন কোথায়?

দুর্য্যো। বিধবা রাজ্য তোমার পক্ষেই শোভনীয়। আমি আর রাজ্য অভিলাষী নই। যাদের লয়ে সিংহাসনে বস্‌ব, তারা সকলি এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। কেবল একামাত্র জীবিত আছি। জীবনের অবশিষ্টকাল অরণ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করে বাস করব। লোকালয়ে থেকে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের বিধবা রমণীর হাহাকার ধ্বনি শ্রবণের অভিলাষী নই।

ভীম। পামর! সভা মধ্যে ভীমসেনের সে অমোঘ প্রতিজ্ঞার বিষয়

কি এত অল্পকালের মধ্যে বিস্মৃত হয়েছিস্? অরণ্যবাসে এত অভিলাষ কেন? মৃত্যু অভিলাষে অগ্রসর হও, অন্য সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ কর।

দুর্য্যো। মূঢ় ভীম! মরণের ভয় করি না, দাসত্বের ভয় করি।

ভীম। বাক্যে বটে কার্য্যে নয়। নচেৎ যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে দ্বৈপায়ন হ্রদ-সলিলে কেন? একি বীরের ধর্ম্ম? না ভীরু মূঢ় কাপুরুষের কর্ম্ম? তুমি বল আমি মরণের ভয় করি না, আমি দেখি পাপিষ্ঠের মরণেই অধিক ভয়।

দুর্য্যো। ভীম! আর না—তোর নীচ মুখে উচ্চ ভাষা আর সহ্য হয় না। তুই মনে করেছিস্ আমি একাকী, তোরা পঞ্চ সহোদর। এই সাহসে যুদ্ধে আহ্বান কর্‌ছিস্। নচেৎ পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে একাকী কুরুপতি দুর্য্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী হয়?

যুধি। (সক্রোধে) সুযোধন! তোমার নিজের যেমন প্রকৃতি, তুমি অন্যেরও তদ্রূপ বলে মনে কর। তুমি যেরূপ সপ্তরথী দ্বারা একাকী বালক অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করেছিলে। এখন নিজের মৃত্যু সময়ও তদ্রূপ ভয়ের উদয় হচ্ছে। কিন্তু তুমি বেশ জেন, পাণ্ডবগণ তোমার ন্যায় অধার্ম্মিক নয়। তাহলে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য দ্বাদশ বৎসর বনবাসের কষ্ট সহ্য কর্‌তেম না। সভাজন সমক্ষে দ্রৌপদীর অপমান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও কেবল ধর্ম্ম রক্ষা জন্য সে সময় তোমায় ক্ষমা করেছি—তোমার ভয়ে বা স্নেহে করি নাই। বিরাট ভবনে দাসত্ব-বৃত্তি অন্নের জন্যে করি নাই, কেবল ধর্ম্মের জন্যে—ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে করেছি। অরণ্যে চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব হ'তে তোমায় রক্ষা করেছি, সে তোমার গুণে করি নাই—কুল ধর্ম্ম রক্ষার জন্য করেছি। ধর্ম্মের জন্যে সমস্ত কর্‌তে পারি—এই সসাগরা পৃথিবীকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে পারি। তুমি মনে কর না যে আমরা পঞ্চজনে বেষ্টণ ক'রে অধর্ম্ম যুদ্ধে তোমায় বিনাশ করব। তুমি আমাদের পঞ্চজন মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় যুদ্ধ কর। একের সঙ্গে যুদ্ধে অন্যে তোমার গাত্র স্পর্শ কর্‌বে না।

দুর্য্যো। কপট ধর্ম্মাচারী যুধিষ্ঠির! তুমি আপনাকে ধার্ম্মিক বলে অন্যের কাছে অভিমান কর, দুর্য্যোধনের কাছে নয়। প্রতারণা, শঠতা, মিথ্যা

বাক্য দ্বারা যে গুরুর প্রাণ বিনাশ করে, কোন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাকে ধার্ম্মিক বলে?

যুধি। (মস্তকাবনত)

সহ। পাপিষ্ঠ কুলঘাতী কুরুপতি! তোমার মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত। আজীবন অধর্ম্ম-বৃত্তি অবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করেছ, এখন তার প্রতিফল গ্রহণে প্রস্তুত হও। আর কেন বৃথা গুরুজন নিন্দা করে পাপের বৃদ্ধি কর? তোমার সহোদরগণ তোমাকে দর্শন ইচ্ছুক হয়েছে। তোমার প্রিয়বন্ধু কর্ণ তোমার আগমন প্রতীক্ষা করছে, তোমার প্রাণাধিক পুত্রগণ প্রেতপুরে তোমার পিণ্ড প্রস্তুত করছে, ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ কৃতান্ত সম্মুখে তোমার পাপ পুণ্যের সাক্ষ্য দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, ধর্ম্মরাজ বিচারাসনে উপবিষ্ট হয়ে তোমায় আহ্বান কর্চ্ছেন, তুমি সত্বর গমনের জন্য প্রস্তুত হও। সভাস্থ সমস্ত লোকে তোমার বিচার দেখ্‌বার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। সকলেরই মনে আন্দোলন হচ্ছে 'দেখি ধর্ম্মরাজ পাপের কি বিচার করেন, কুল-স্ত্রীর সতীত্ব হরণের—সাধ্বী পতিপ্রাণা রমণীর অবমাননার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা দ্বারা পরস্ব হরণের, অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার—কি শাস্তি প্রদান করেন' পাপিষ্ঠ! তোকে আর এক বিষয় স্মরণ করে দি। কৃতান্তের বাম পার্শ্বে দেখ্‌বে রুধিরাক্ত কলেবর ষোড়শ বর্ষীয় একটী শিশু দণ্ডায়মান আছে। তার সমস্ত শরীর সপ্তরথীর শরে বিদ্ধ। তার নিকট তুই ক্ষমা প্রার্থনা করিস্, নচেৎ তোর সে পাপের আর পরিত্রাণ নাই।

দুর্য্যো। সহদেব! তোর সাহসকে ধন্যবাদ দি। পতঙ্গ হয়ে পাবকের সম্মুখীন হতে তোর অনুমাত্র শঙ্কা হ'ল না? তোর জীবনে কি মমতা নাই? তুই জানিস্, কুরুপতির ক্রোধের উদয় হ'লে ভীম ভিন্ন হীন বীর্য্য পাণ্ডব চতুষ্টয়কে নিমেষ মধ্যে বিনাশ করতে পারি।

সহ। বাক্যে বলা সহজ বটে, কার্য্যে পরিণত কর্। সহদেব তোর সঙ্গে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় না; অভিলাষ হয় অগ্রবর্ত্তী হ।

দুর্য্যো। মশকের সহিত মাতঙ্গের যুদ্ধ শোভা পায় না।

নকু। আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এখনি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করব।

দুর্য্যো। তোর সহিত যুদ্ধে জয়ে পৌরুষ নাই। যুদ্ধ কর্‌তে হয় ভীমের সঙ্গে কর্‌ব।

ভীম। তোর কৃতান্ত ত সম্মুখেই উপস্থিত আছে; তবে আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন কি?

দুর্য্যো। যদি মরণে তোমার এত অভিলাষ হয়ে থাকে, তবে চল—কুরুক্ষেত্রে চল—তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ কর্‌ব।

[সকলের প্রস্থান।]

(পশ্চাদ্দিক হইতে পাণ্ডব সৈন্যগণ—জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র-সমর-স্থল—শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রভৃতি দণ্ডায়মান।

ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ করণ।

দুর্য্যো। (যুদ্ধ করিতে করিতে) ভীম! আজ তোর যুদ্ধ অভিলাষ পূর্ণ কর্‌ব। অরণ্যে যুদ্ধ অনভিজ্ঞ হীনবল রাক্ষসগণকে বিনাশ করে, তুই আপনাকে বড় বীর মনে করেছিস! আজ তোর সেই ভ্রম দূরীকৃত হবে। দুর্য্যোধনের বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হ'লে, তোর আর যুদ্ধ অভিলাষ থাক্‌বে না।

ভীম। দুর্য্যোধন! তোর বীরত্বের পরিচয় আমার অবিদিত নাই। অরণ্যে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের যুদ্ধে, পাঞ্চালে দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে, উত্তর গো-গৃহে বিরাটের গোধন হরণে, বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছি। তোকে যে গন্ধর্ব্ব হ'তে রক্ষা করে ছিলেম, সে কেবল স্বহস্তে নিধন কর্‌ব বলে। আজ সেই অভিলাষ পূর্ণ কর্‌ব।

[ক্ষণেক গদাযুদ্ধান্তে।]

দুর্য্যো। ভীমসেন! কুরুযুদ্ধে জয় লাভ করেছ বলে বীরত্বের অভিমান

কর না! যে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ রথী সত্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের জয়, সে জয়কে বীরত্বের জয় বলে না—কপটতা, ছলনা, শঠতার জয়।

কৃষ্ণ। (পশ্চাদ্দিক হইতে) আমি বলি ধর্ম্মের জয়।

দুর্য্যো। (পশ্চাদ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কে উত্তর করলেন ধর্ম্মের জয়? (কৃষ্ণের প্রতি সক্রোধে দৃষ্টি করিয়া) চক্রিচূড়ামণী কৃষ্ণ!—ধূর্ত্তের স্বভাব বটে-কপট ধর্ম্মের ভাণ করে অন্যের নিকট জয় লাভ করা। কপটী! তুমি না বলেছিলে, কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষ আমার কাছে সমান! তোমার সে বাক্য সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপুরুষের বাক্যের ন্যায়, না—মিথ্যাবাদী মূঢ় প্রবঞ্চক কাপুরুষের বাক্যের ন্যায়—কার্য্যে পরিণত হয়েছে। কেশব! সত্য বটে, আমি রাজ্য লোভে জ্ঞাতি হিংসায় প্রবৃত্ত হয়েছি, কিন্তু বল দেখি তুমি কোন্ রাজ্য লোভে জয়দ্রথ বিনাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলে? যদুপতি! তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না; ভীষ্ম যুদ্ধে পাণ্ডব রক্ষার্থে কে অস্ত্র ধারণ করেছিস? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে কি অধর্ম্ম নাই? যে মুখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে সে মুখে ধর্ম্মের জয় বল্‌তে লজ্জা হ'ল না? অন্যের চরিত্র প্রতি দোষারোপ কর্‌তে হলে অগ্রে আপন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত। নচেৎ তার সে বাক্য বকধার্ম্মিকের ন্যায় উপহাসাস্পদ হয়। বাসুদেব! বাক্যে বল্‌ছি না কার্য্যে দেখ। কুরুপতি দুর্য্যোধন তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদী নয়। প্রতিজ্ঞা করেছিলেম বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবকে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করব না। সেই প্রতিজ্ঞার অনুরোধে কারও অনুরোধে মানি নাই। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, প্রাণাধিক সহোদরগণ—সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েছে, এখনও সে প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় আছে;—পাণ্ডবকে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করব না। হয় পাণ্ডব হস্তে আমার নিধন, না হয় আমার হস্তে পাণ্ডবের বিনাশ হবে। এ দুয়ের এক ভিন্ন সমরের শমতা নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী এ সমস্তের লয় আছে, আমার প্রতিজ্ঞার লয় নাই।

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে ভয় করি না। ভক্তের বিপদ হলে একবার কেন—আবশ্যক হলে শতবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে পারি। বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন আমার নাম। রণে, বনে, শ্মশানে, শঙ্কটে স্মরণ

করলে সেই খানেই আমি উপস্থিত হই। আমার সম্মুখে ভক্তের বিপদ হলে বিপদ-ভঞ্জন নামের কলঙ্ক হয়। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয় করি না— ভক্তের বিপদের ভয় করি।

[হল স্কন্ধে হলধরের প্রবেশ।]

হল। (সক্রোধে) গোবিন্দ! আমি তোমায় নিষেধ করেছিলেম, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হলে কোন পক্ষের রথীত্বে বরণ গ্রহণ করো না। তবে এ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কেন?

কৃষ্ণ। (সভয়ে) অগ্রজ! আপনার অনুমতির অবহেলা করি নাই। আমি কোন পক্ষেই রথী নই। কৌরব ও পাণ্ডব আমার কাছে উভয় পক্ষই সমান।

হল। তবে সারথী বেশ কেন?

কৃষ্ণ। কুরু পক্ষে নারায়ণীসেনা প্রদান করেছি, পাণ্ডবপক্ষে সারথীপদ গ্রহণ করেছি।

হল। কুরুপক্ষে সারথী হয়ে কেন নারায়ণীসেনা পাণ্ডবপক্ষে প্রদান করলে না?

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধনের ইচ্ছা।

হল। যুদ্ধের শেষ ফল কি হয়েছে?

কৃষ্ণ। কুরুপক্ষে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ সহোদর ভিন্ন সমস্তই নিধন হয়েছে।

হল। এত অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষত্রিয় নিধন হয়েছে। ওঃ! রাজ্য-লিপ্সা কি ভয়ানক!

কৃষ্ণ। দেব! এ সমস্ত অনর্থের মূল দুর্য্যোধন।

হল। জগৎপতির ইচ্ছা।

দুর্য্যো। (সন্তাপিত-চিত্তে হলধরের সম্মুখীন হইয়া) দেব! বিধাতা বুঝি আমার এ নিদারুণ দুঃখের দশা দেখতে না পেরে আপনাকে এখানে আনয়ন করেছেন। যাদবেন্দ্র! এ কাল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই নিধন হয়েছে। এখন কেবল এ হতভাগা মাত্র জীবিত

আছে! আমার এ দুঃসহ দুঃখের কারণ একমাত্র গোবিন্দ। কৃষ্ণ হ'তেই কুরুকুলের এ দুর্দ্দশা হয়েছে।

হল। দুর্য্যোধন! তোমার বল্‌বার্ পূর্ব্বে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু যখন উপস্থিত ছিলেম না, তখন আর সে বিষয়ের পর্য্যালোচনায় কোন ফল নাই। উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা দেখ।

দুর্য্যো। দেব! অন্যায় যুদ্ধ যাদের অবলম্বন, তাদের সহিত জয়াশা কেবল দুরাশা মাত্র।

হল। (আরক্ত-লোচনে) দুর্য্যোধন! আমার সম্মুখে অন্যায় যুদ্ধ! তাহ'লে এখনি পাণ্ডবকুল সমূলে নির্ম্মূল কর্‌ব। হস্তীনার রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ সহ এখনি সাগর-গর্ভে নিমগ্ন কর্‌ব। দেখি পাণ্ডবগণকে কে রক্ষা করে?

(যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে গমন।)

কৃষ্ণ। (অগ্রসর হইয়া হলধরের হস্ত ধারণ করিয়া) দেব! আপনি বিশ্রাম করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্ম কার্য্যে সর্ব্বদাই বিরত। পাপমতি দুর্য্যোধনের কথায় পাণ্ডবের প্রতি ক্রোধ করবেন না। আপনার সাক্ষাতেই আজ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হোক্, দেখ্‌বেন কোন্ পক্ষে জয় লাভ করে। (ভীমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ভীমসেন কখনই আপন প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হবে না।

ভীম (সহর্ষে) কুরুপতি! রথীর প্রথা নয় যে যুদ্ধে বিরত হওয়া।

হল। দুর্য্যোধন! অন্যায় আশঙ্কা মন্ থেকে পরিত্যাগ কর। আমি বিদ্যমান থাক্‌তে কাহারও সাধ্য নাই যে অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন করে। তুমি এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

দুর্য্যো। দেব! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ—দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভীমের মস্তকে গদাঘাত, ভীম অচেতন অবস্থায় পতিত।)

দুর্য্যো। (উচ্চৈঃস্বরে হলধরের প্রতি) দেব! নিরীক্ষণ করুন। দুর্ব্বল ফেরু প্রবল পরাক্রম সিংহকে আক্রমণ কর্‌লে যেমন বিপদাপন্ন হয়, মূর্খ

ভীমসেন আজ সেইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হয়েছে। পাপিষ্ঠকে এখন বিনাশ করলে আমার সকল শোকের নিবৃত্তি লাভ হয়।

যুধি। (সভয়ে কৃষ্ণের প্রতি) মধুসূদন! দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধোদ্যত হয়েছে সত্বর রক্ষা কর।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাজন্! আপনারা সকলেই ত দুর্য্যোধনের সহিত গদা-যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। যদি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে পরিত্যাগ করে। পাণ্ডবগণ মধ্যে আর কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ কর্‌ত, তাহ'লে সে তখনই বিনষ্ট হত। কৌরবপতি সহ গদাযুদ্ধে ভীমসেনও সমযোগ্য নয়। তত্রাচ দুরাত্মা ভীমসেন হস্তে সত্বরই নিধন হবে। কারণ ধর্ম্মের জয় অলঙ্ঘনীয়।

যুধি। গোবিন্দ বাক্য অলঙ্ঘনীয়।

ভীম (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) দুর্য্যোধন! মনে কর না যে ভীমসেনকে পরাস্ত করেছ। তোমার গুরু-আঘাতে অচৈতন্য হয়েছিলেম, কিন্তু আমার এই গদা প্রহারে তোমাকে এখনই শমন-সদম সন্দর্শন কর্‌তে হবে।

দুর্য্যো। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতরণ করে বৃথা বাক্য বীরত্বে প্রয়োজন কি?

(পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ।—কৃষ্ণের সঙ্কেতক্রমে ভীম কর্ত্তৃক কুরুপতির উরুদেশে গদা-আঘাত; দুর্য্যোধন উরুভঙ্গে পতিত।)

দুর্য্যো। পাপিষ্ঠ! এই কি তোর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম না বীরের ধর্ম্ম? উঃ! প্রাণ যায়! পাণ্ডুপুত্রগণের অধর্ম্মাচরণ দেব! প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করুন—

ভীম। (সজোরে দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক) কৌরবাধম! এ অধর্ম্ম নয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পালন—পাপের প্রতিফল প্রদান, দুর্ম্মতি! দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ সময়ের প্রতিজ্ঞা কি বিস্মৃত হয়েছিস্? তবে পুনর্ব্বার স্মরণ করে দি। (সজোরে পুনর্পদাঘাত)।

দুর্য্যো। (মস্তক অবনত করে রোদন)

হল। (সক্রোধে দণ্ডায়মান হইয়া হল উত্তোলন পূর্ব্বক) পাপিষ্ঠ পাণ্ডবগণ! আজ কৃতান্ত নিশ্চয়ই তোদের স্মরণ করেছেন। নচেৎ আমার

সম্মুখে অধর্ম্মাচরণ! (ক্ষণেক ক্রোধে কম্পন—পাণ্ডবগণ সভয়ে কৃষ্ণের পশ্চাতে গমন।)

কৃষ্ণ! (সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলদেবের সম্মুখীন হইয়া) দেব! যদি পাণ্ডব বিনাশে অভিপ্রায় হয়ে-থাকে তবে অগ্রে আমাকে বিনাশ করুন। পাণ্ডবগণ নিরপরাধী, ধর্ম্ম লক্ষ্য করে আজীবন ক্লেশ ভোগ করেছে। পৃথিবী অপেক্ষাও পাণ্ডবগণের ধৈর্য্য-গুণ অধিক। দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের হিংসায় প্রবৃত্ত ছিল। কিন্তু কুত্রাপি পাণ্ডবগণ তার প্রতি হিংসা করে নাই। দেব! আপনি ত সমস্তই বিদিত আছেন। বিষলাড়ু প্রদান, যতু-গৃহে দাহন, কপট দ্যূতে সর্ব্বস্ব হরণ, দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে অপমান, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রেরণ, পাণ্ডবগণ এ সমস্তই সহ্য করেছে। দেব! আপনি সত্য ধর্ম্মানুসারে বিবেচনা করে দেখুন, দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গে ভীমের কোন অপরাধ নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ভীম সভা-মধ্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল উরু-ভঙ্গে পাপিষ্ঠের প্রাণ বিনাশ করবে। আজ তার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে। দেব! আপনার অযথা ক্রোধ করা অন্যায়! ষোড়শবর্ষীয় শিশু অভিমন্যুকে (দুর্য্যোধনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দুষ্ট কৌরবাধম সপ্তরথী বেষ্টন ক'রে নিধন করেছে। যাদবেন্দ্র! সে কথা স্মরণ হ'লে এখনও বক্ষ-স্থল বিদীর্ণ হয়। শিশু রণস্থলে পতিত হয়ে মাতুল হলধর!—পিতা ধনঞ্জয়!—বলে যে কত রোদন করেছিল, তা শ্রবণ করলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। একি তা অপেক্ষাও অন্যায় যুদ্ধ?

হল। গোবিন্দ! আমি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা আর শুনতে চাই না। তোমার যা অভিলাষ আছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমি এ পাপ যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেম। তোমার যদিচ্ছা আচরণ কর।

[হলধরের প্রস্থান।

যুধি। (ভীমের প্রতি) ভীম! একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধনের শিরে পদাঘাত করা তোমার কর্ত্তব্য হয় নাই। বিশেষ দুর্য্যোধন আমাদের জ্ঞাতি ও ভ্রাতা। বিপদাপন্ন জ্ঞাতি ও আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির প্রতি সাধু

লোক কখনই অসদ্ব্যবহার করেন না। অতএব ভীম এ বিষয়ে তোমার অনুশোচনা করা কর্ত্তব্য এবং কৌরবপতি দুর্য্যোধনের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করাও উচিত।

ভীম। (মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান)

যুধি। (দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইয়া) ভাই সুযোধন! ভীমের অসদ্ব্যবহারে তোমার দুঃখ বা শোক করা কর্ত্তব্য নয়। তোমার নিজ দোষেই এ সমস্ত অনর্থ ঘটনা হয়েছে। আমরা কেবল কলঙ্কের নিমিত্ত মাত্র।

কৃষ্ণ। (যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইয়া) রাজন! এই শোক-পূর্ণ শ্মশানক্ষেত্রে যতই থাক্‌বেন, ততই শোকের উদয় হবে। চলুন আমরা শিবিরে গমন করি।

[যুধিষ্ঠিরাদি সকলের প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।)

কৃপ। (বাষ্পাকুল-লোচনে) কুরুনাথ! আজ আমি জান্‌লেম নশ্বর জগতে সকলি অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর। একাদশ অক্ষৌহিণীপতি হয়ে আজ আপনার একাকী অবস্থান কর্‌তে হবে এ কথা মনুষ্য মনের-অতীত। নরনাথ! আপনি হস্তীনার অধীশ্বর। পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষত্রিয় আপনার শাসনাধীন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথীগণ আপনার সেনাপতি এ সমস্ত সত্ত্বেও যখন আপনাকে এ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হতে হয়েছে, তখন আপনার সে অবস্থা পৃথিবীর যাবতীয় লোককে উপদেশ দিচ্ছে "এই মায়াময় সংসারে সুখ দুঃখ সকলি ক্ষণস্থায়ি।" রাজন্! আপনার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে সংসারবাসী কোন্ মনুষ্যের মনে আর বিষয়বাসনার অভিলাষ থাকে?

দুর্য্যো। (অশ্রুমোচন করতঃ মস্তক উত্তোলন-পূর্ব্বক) গুরুদেব! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কাহারও অতিক্রম করার ক্ষমতা নাই। জগৎপতি ইহ সংসারে কাহাকেও চির সুখের অধিকারী করেন নাই। আমি যখন একচ্ছত্রা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেম, তখনও সম্যক্ সুখের অধিকারী হ'তে

পারি নাই। সুখ মনুষ্যের পক্ষে আশামরীচিকাবৎ। কখনই কেহ সুখের সর্ব্বাঙ্গীন সুকোমল অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে সক্ষম হন নি। দুরাকাঙ্ক্ষা সপত্নী-স্বরূপ সুখের পশ্চাদনুবর্ত্তী; সুখ সম্যক্‌রূপে হৃদয়াধিকার কর্‌বার পূর্ব্বে দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়মন্দিরে আসিয়া আবির্ভাব হন। যার প্রভাবে আজ আমি এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়েছি! ওঃ! আশার কি বিচিত্র প্রলোভন-শক্তি! মনুষ্য যার প্রভাবে সুখের সুকোমল অঙ্গ পরিত্যাগ করে দুর্গম অরণ্যপথে প্রবেশ করে। গুরুদেব! আমি সেই দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে চিরজীবন দুঃখে অতিবাহিত করেছি। এই অনর্থকর কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধে—আত্মীয় স্বজন সমস্ত সংহার,—দুরাকাঙ্ক্ষাই ইহার মূল। এখন যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত আছি, তবুও দুরাকাঙ্ক্ষা আমায় দূর হতে প্রলোভন দেখাচ্ছে! কিন্তু গুরুদেব! এখন আর আমি সে প্রলোভনে মোহিত নই। এখন জীবন বহির্গত হলে এ দুঃখের অবশেষ হয়। শত্রুর অপমান আর সহ্য হয় না।

অশ্ব। (সক্রোধে) কৌরবপতি! দুর্ব্বৃত্ত নীচাশয় পাণ্ডবগণ প্রতিনিয়ত অধর্ম্ম-যুদ্ধে জয় লাভ করেছে; ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয় লাভ কর্‌লে অণুমাত্রও দুঃখ কর্‌তেম না। আমার পিতা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের গুরু—কপট ধর্ম্মাচারী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কুমন্ত্রণার বশবর্ত্তী হ'য়ে মিথ্যা ছলনা দ্বারা গুরুর প্রাণ সংহার করেছে। আমার হৃদয় হ'তে সেই পিতৃশোক ও বৈরনির্যাতনের ক্রোধ কিছুতেই নিবৃত্তি হচ্ছে না। কুরুপতি! আমি যখন ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেছি, তখন অবশ্যই পিতৃহন্তার পাপের প্রতিফল প্রদানে পিতৃঋণ-পরিশোধ কর্‌ব। রাজন্‌! আমি অদ্য প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, রজনী প্রভাত না হতে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে শমনসদন প্রেরণ করব। যদি এ প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হই, তবে পবিত্র ব্রহ্মকুলে আমি জন্ম গ্রহণ করি নাই।

দুর্য্যো। গুরুপুত্র! তোমার ক্রোধ কৃতান্তেরও ভয়প্রদ। আমি অদ্য তোমাকে সেনাপতি পদে বরণ কর্চ্ছি। তুমি পিতৃ-শত্রু বিনাশে ক্রোধের শান্তি কর। (কৃপাচার্য্যের প্রতি) আচার্য্য! আপনি আমার অভিমতে গুরুপুত্রকে সেনাপতি পদে বরণ করুন।

(কৃপাচার্য্যের উদক আনয়ন পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে সেনাপতি-পদে অভিষেক করণ।)

দুর্য্যো। (বাহু উত্তোলন করিয়া) গুরুপুত্র! অগ্রসর হও তোমাকে আলিঙ্গন প্রদান করি। অদ্য যেন তোমার যুদ্ধে জয় লাভ হয়।

অশ্ব। (অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন গ্রহণ পূর্ব্বক) জয় কুরুপতির জয়!

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য মধ্যবর্ত্তী পথ—বটবৃক্ষ মূল।

[অশ্বত্থামা উপবিষ্ট—কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য নিদ্রিত।]

অশ্ব। (সত্বর দণ্ডায়মান হইয়া) মাতুল! একবার গাত্রোত্থান করুন। দেখুন বিধাতা বোধ হয় পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বিনাশের উপায় বলে দেবার জন্যে আমাদের সম্মুখে এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার অবতারণা করছেন।

(কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সশঙ্কিতে গাত্রোত্থান)

কৃপ। (সসব্যস্তে) অশ্বত্থামা! কি হয়েছে, সত্বর বল, পাণ্ডবগণ কি আমাদের আক্রমণ করেছে? চল, এই বেলা চল সত্বর পলায়ন করি। আর এখানে অবস্থানে প্রয়োজন নাই। (গমনোদ্যত)।

অশ্ব। মাতুল! অন্যায় আশঙ্কা কেন? অশ্বত্থামা বিদ্যমান থাক্‌তে পাণ্ডবগণের কি সাধ্য যে সহসা যুদ্ধে আক্রমণ করে? আমরাই তাদের আক্রমণ করবো। আর্য্য! ঐ দর্শন করুন—পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বিনাশের উপায় দর্শন করুন। (কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার বৃক্ষাভিমুখে অবলোকন) মাতুল! পেচক যেরূপ নিশীথ সময়ে সুপ্ত বায়সগণকে নিধন কর্‌ছে, আমিও অদ্য নিশীথ সময়ে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে, কবচ ও অস্ত্রবিহীন নিদ্রিত শত্রুগণকে নিমেষ মধ্যে বিনাশ কর্‌ব। চলুন—সত্বর প্রস্তুত হন। শত্রু-বিনাশে আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

কৃত। অশ্বত্থামা! তুমি দ্রোণাচার্য্যের পুত্র হয়ে এরূপ অন্যায় যুদ্ধের অভিলাষ করেছ, আশ্চর্য্য! ক্রোধের কি অসাধারণী শক্তি! ক্রোধ মনুষ্যকে সমস্ত কুকার্য্যে প্রবৃত্ত কর্‌তে সক্ষম।

কৃপ। বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর। ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে অনন্ত নরক ভোগের কারণ করোনা। অস্ত্রহীন ও সুপ্ত যোধের প্রতি কখনই অস্ত্র প্রহার যোগ্য নয়।

অশ্ব। মাতুল! পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বিনাশ করে যদি আজীবন নরক ভোগ কর্ত্তে হয় তাও স্বীকার, তবুও আজ শত্রু বিনাশে প্রতিনিবৃত্ত হব না। আপনাদের অভিপ্রায় হয় আমার অনুবর্ত্তী হন, নচেৎ আমি একাকী চল্লেম।

[অশ্বত্থামার বেগে প্রস্থান।]

কৃপ। বিধাতা এ বৃদ্ধ বয়সে অদৃষ্টে যে কতই দুঃখ লিখেছেন তার আর পরিসীমা নাই। (কৃতবর্ম্মার প্রতি) চলুন, বালক অশ্বথামা ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে একাকী প্রস্থান করলে, তার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

কৃত। চলুন।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির দ্বার—পশুপতি ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

অশ্ব। (সবিস্ময়ে স্বগত) শূলপাণী-শিব স্বয়ং পাণ্ডবের দ্বার রক্ষক! কি আশ্চর্য্য! বিধাতা যার প্রতি সদয় হন তার প্রতি এরূপ অনুগ্রহই বটে। সে যাহোক্, অশ্বথামা অদ্য কিছুতেই পরাঙ্মুখ হচ্ছেন না। স্বয়ং শিবই হন, আর করাল কৃতান্তই হন, দ্বার পরিত্যাগ না করলে যুদ্ধই আমার পণ। (অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) আশুতোষ! উমাপতি! আপনি পৃথিবী-পতি হয়ে পাণ্ডব শিবির দ্বারে কেন? দ্বার পরিত্যাগ করুন।

পশু। নিরুত্তর।

অশ্ব। ভোলানাথ! দাসের বাক্যের উত্তর প্রদান করুন। রজনী অধিক হয় আর বিলম্ব করবেন না। সত্বর দ্বার পরিত্যাগ করুন।

পশু। নিরুত্তর।

অশ্ব। মহাকাল! তোমার সহিত যুদ্ধে আমি জয় প্রাপ্ত হব। নচেৎ দ্বার পরিত্যাগ কর।

পশু। নিরুত্তর।

অশ্ব। (ক্রোধে তূণ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া পশুপতির প্রতি আঘাত)।

পশু। (নিঃশঙ্ক চিত্তে দণ্ডায়মান।)

অশ্ব। (সমস্ত অস্ত্র প্রহারে নিরস্ত্র হইয়া সম্মুখস্থ—বিল্ব-বৃক্ষ—দ্বারা আঘাত।)

পশু। (নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক) অশ্বত্থামা ধন্য তোর সাহস, তোর যুদ্ধে আমি সন্তোষ লাভ করেছি বর প্রর্থনা কর।

অশ্ব। আশুতোষ! যদি দাসের প্রতি দয়া হয়ে থাকে, তবে দ্বার পরিত্যাগ করুন।

পশু। বৎস! দ্রোণপুত্র! সকলি নিয়তির অধীন। কাল পূর্ণ হ'লে কাহারও সাধ্য নাই যে রক্ষা করে। অদ্য পাঞ্চাল পুত্রগণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'য়েছে। কৃতান্ত তোমাকে তার নিমিত্ত এখানে প্রেরণ করেছেন। আমার কি সাধ্য যে নিয়তির অতিক্রম করি? বৎস! তুমি শিবির মধ্যে প্রবেশ কর আমি দ্বার পরিত্যাগ করলেম। আমার হস্তের এই ত্রিশূল তোমাকে অর্পণ করছি। (ত্রিশূল প্রদান) দেখ যেন নিয়তির অতিক্রম না হয়। আমি প্রস্থান করলেম।

[পশুপতির প্রস্থান]

(কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।)

অশ্ব। (কৃপাচার্য্যের প্রতি) মাতুল! পশুপতির প্রসাদে আজ আমি সকলের অজেয়। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাক্ স্বয়ং বজ্রপাণি এলে তাঁকেও পরাজয় করব। আপনারা দুজনে সাবধানে দ্বার রক্ষা করুন। আমি শিবির মধ্যে প্রবেশ করলেম। দেখ্‌বেন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ মধ্যে একপ্রাণীও যেন বহির্গত না হয়।

(অশ্বত্থামার বেগে শিবির মধ্যে প্রবেশ।)

কৃপ। (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিধাতা না জানি অদৃষ্টে আর কত দুঃখই লিখেছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীগণ যুদ্ধে নিধন হয়ে অনায়াসে স্বর্গলোকে প্রস্থান করেছেন। আমি হতভাগ্য অশ্বত্থামার স্নেহের বশীভূত হয়ে এই অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। ধিক্ স্নেহে! মনুষ্য স্নেহের বশীভূত হ'লে সমস্ত অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে পারে।

[নেপথ্যে। আর্ত্তনাদ—রুধিরাক্ত কলেবর সৈন্যগণ অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া দ্বারদেশে আসিয়া পতিত, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা সত্রাশে অসি উন্মোচন করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও দ্বারদেশ হইতে পলায়িত সৈন্য প্রতি অসি প্রহার, সৈন্যগণের নিধন। ছিন্ন-পঞ্চ-মস্তক হস্তে শিবির হইতে অশ্বত্থামার বহির্গমন।]

অশ্ব। (হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) মাতুল! পাপিষ্ঠ পাণ্ডবগণের ছিন্নমস্তক দর্শন করুন। অদ্য এই মস্তক কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে উপহার প্রদান কর্‌ব।

কৃপ। বৎস! এখানে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। চল সত্বর প্রস্থান করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

-o-

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র সমর স্থল—ভগ্ন উরু দুর্য্যোধন পতিত।

(ছিন্ন মস্তক হস্তে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।)

অশ্ব। (সহর্ষে) কুরুপতি! দুর্ম্মতি পাণ্ডুপুত্রগণের দুর্দ্দশা অবলোকন করুন। পাপিষ্ঠগণ আমার পিতাকে যেরূপ অধর্ম্ম যুদ্ধে বিনাশ করেছিল,

আজ তার সমুচিত ফল প্রদান করেছি। আপনার দর্শন জন্য পঞ্চভ্রাতার ছিন্ন-মস্তক আনয়ন করেছি অবলোকন করুন।

দুর্য্যো। (হস্ত দ্বয়ে নির্ভর পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সহর্ষে) আচার্য্য পুত্র! আমি অগ্রে তোমার এতাদৃশ পরাক্রম জান্‌লে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তোমাকে মুখ্য সেনাপতি পদে বরণ কর্‌তেম। ওঃ! যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর অবসন্ন হচ্ছে। গুরুপুত্র! তোমার এ লোকাতীত পরাক্রম দর্শনে আমি চমৎকৃত হয়েছি। অগ্রে ভীমসেনের ছিন্ন-মস্তক আমাকে প্রদান করুন। পাপিষ্ঠের মস্তকে পদাঘাত করে শত ভ্রাতৃ-শোক ও সমস্ত যন্ত্রণার উপশম করি। (বাম হস্তে মস্তক গ্রহণ করিয়া) ভীমসেন! একবার নয়ন উন্মীলন করে দেখ দেখি কার হস্তে তোমার মস্তক এখন পতিত হয়েছে? তুমি আমার মস্তকে পদাঘাত করেছিলে, এখন তার প্রতিশোধ পদাঘাত কর্‌লে তুমি নিবারণ কর্ত্তে সমক্ষ নও। কিন্তু আমি তোমার ন্যায় নির্দ্দয় ও পাপিষ্ঠ নই, যে মৃত অবসন্ন দেহে পদাঘাত করব। তোমার এ মস্তক তোমার প্রিয় সহোদর পার্থের মস্তকাঘাতে চূর্ণ কর্‌ব। আচার্য্যপুত্র! অর্জ্জুনের মস্তক আমায় প্রদান কর। (অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক মস্তক প্রদান মস্তক গ্রহণ করিয়া), অর্জ্জুন! তোমার গাণ্ডীব শর কোথায়? সখা শ্রীকৃষ্ণ এখন তোমায় রক্ষা করেন না? আজ তোমার মস্তক ভীমের মস্তকাঘাতে চূর্ণ করব। (উভয় মস্তকে আঘাত প্রদান—মস্তক ভগ্ন; সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া) গুরুপুত্র! কি করেছ? এত ভীমের মস্তক নয়! যে মস্তক শত সহস্র লৌহ গদাঘাতেও ভগ্ন হয় নাই। সামান্য আঘাতে তা ভগ্ন হল! কখনই নয়।—ওঃ! বুঝেছি! (ভূমে পতন) তুমি অভাগিনী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের শিরশ্ছেদন করে কৌরব ও পাণ্ডব কুলের জলপিণ্ড বিলোপ করেছ! আঃ! কোমল হৃদয়া পবিত্রা পঞ্চাল নন্দিনি! আমি কেবল ইহ জন্মে তোমায় মর্ম্মপীড়া দিবার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেম! (মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূমে পতিত—চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) মন! আজ তোমার আশার নিবৃত্তি হল; হৃদয়! এত দিনে তুমি শান্তি লাভ কর্‌লে। যে দিন পিতামহ সমর সজ্জা পরিত্যাগ করে শর-শয্যা গ্রহণ কর্‌লেন, সে দিন যদি এ ভাবের উদয় হ'ত, তাহলে কি এ অনর্থকর যুদ্ধের—এ অসহ্যকর শোকের—আধিক্য বৃদ্ধি হত? ও দুরাশা!

তোর কি প্রলোভনী শক্তি! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—নিধন সত্বে আমি তোর মুকুরে জয়ের আশা—বিজয়ের পতাকা—দর্শন করে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। ওঃ কি ভ্রান্তি! যেখানে কর্ণের নিধন, দ্রোণের পরাভব, ভীষ্মের বিমুখ সেখানে শল্য-রথী সম্মুখ করে জয়ের আঁশা—অপার তরঙ্গাকুল সমুদ্রে তরি মগ্ন করে, সামান্য লতা গুল্ম অবলম্বনে পরপার আশা! হা ভ্রান্ত-হৃদয়! তুমি কার সাহসে—কার ভরসায়—কাকে অবলম্বন করে, এ কাল সমরে অগ্রসর হয়েছিলে? (নয়ন নিমীলিত করে ক্ষণেক চিন্তার পর) এ জগত ভ্রান্তিময়, মনুষ্য সকলেই ভ্রান্ত—আমি একা নই। ঐ যে পথিক—তুষারময়-ক্ষেত্রে একাকী গমন কর্‌ছে, ঐ যে বিজন অরণ্যে মনুষ্য গমনে সাহসী হচ্ছে; ঐ যে নাবিক বিপদ-সঙ্কুল মহা সমুদ্র গমনে উৎসাহ কচ্ছে; ঐ যে মধ্যাহ্ন কালীন প্রখর কিরণে নয়নানন্দকর গৃহ, সুকোমল শয্যা, প্রিয়তমার সুখ-সেব্য সেবা পরিত্যাগ করে, গৃহী প্রান্তর মুখে ধাবমান হচ্ছে, কার জন্যে? দুরাশা! তোমার প্রলোভনে! যে কখন গৃহের বাহির হয় নাই, তাকে চির-প্রবাসী কর্ত্তে আর কে সক্ষম? দুরাশা! তুমিই কেবল সে কার্য্যে সুপটু। ঐ যে প্রবাসী প্রিয়জনের বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হচ্ছে, তবুও গৃহ গমনে বিরত আছে; ও কার মন্ত্রণায়, কুহকিনি! তুমিই তার উপদেষ্টা। ঐ যে কামিনী—কাল যে প্রাণের প্রিয়তম পুত্ররত্ন হারিয়ে, গঙ্গার সৈকত-কূলে একাকী রোদন কচ্ছিল, আজ সে গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। কার প্রভাবে? মায়াবিনি! তোমারিই ছলনায়,—তোর কি অনন্ত প্রভাব! জীবনের শেষ না হলে তোর এ প্রলোভনের শেষ হয় না। আমি তোর প্রলোভনে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, শেষ বংশের জল-পিণ্ড বিলোপ! উঃ! শিশুর প্রাণ বিনাশ! সহস্তে পুত্রের শিরশ্ছেদ! গুরুপুত্র! যে অসিতে অভাগী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের শিরশ্ছেদ করেছ, সেই অসিতে আমার শিরশ্ছেদ কর, আর সহ্য হয় না। জগতবাসী! সকলে দেখ—পাপের প্রায়শ্চিত্ত,—অধর্ম্মের ভোগ, দুষ্কর্ম্মের দণ্ড, ইহ জন্মে—পর জন্মে নয়। আর না,—আর পারি না, হৃদয় বিদীর্ণ হল, পাপানল প্রজ্বলিত হল, শরীর ভস্মীভূত হল, পৃথিবী প্রকম্পিত হল। হাঃ দুরাশা! তোর বশবর্ত্তীর শেষ ফল এই! আমার এই আখ্যায়িকা তার জলন্ত দৃষ্টান্ত! জগতবাসী! জলন্ত অক্ষরে হৃদয়ে

লিখে রাখ, দুরাশার শেষ ফল দুঃখভোগ! আঃ কুহকিনি আশা! আমার জীবন-ক্ষেত্রে তোর অভিনয়ের আজ শেষ যবনিকা পতন। তোর যে প্রলোভনে আমি মোহিত ছিলাম, আজ আমার সে আশা-মুকুর-ভঙ্গ হল।—প্রাণ যায়—সতী—দ্রুপদ-নন্দিনী—তুমি—আমায়—ক্ষমা কর—(পতন ও মৃত্যু।)

অশ্ব। (ক্ষণেক মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া) ধিক্ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে।

(অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান।)

কৃত। পবিত্র ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছিলেম। আজ তার প্রতিফল পেলেম। ধিক্ পরধর্ম্ম যাজনে!

(অস্ত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান।)

কৃপ। পাপীয়সী মায়া! তোর কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! আমি বৃদ্ধ বয়সে অশ্বত্থামার স্নেহে বশীভূত হয়ে কি অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম! ধিক্ স্নেহে!

(অস্ত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

———৪৪———

পঞ্চম অঙ্ক।

—o—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৌরব অন্তঃপুর—কপোলে করন্যস্ত করিয়া ভানুমতী আসীনা।

(সুরমার প্রবেশ।)

সুর। (স্বগত) আহা রাজ্ঞী এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধ সংবাদ শুন্‌তে পান নি। আজ শুন্‌লে আর প্রাণ রাখ্‌বেন না। (প্রকাশ্যে) রাজ্ঞি! চিন্তা কর্‌লে আর কি হবে—যা হবার তা হবে। চিন্তা কর্‌লে কিছু কম বা বৃদ্ধি হবে না। তবে বৃথা এ চিন্তায় কি ফল? চলুন স্নান আহার কর্‌বেন।

ভানু। সুরমে! আমার কি আর আহারে রুচি আছে!

সুর। রাজ্ঞি! যেখানে সম্পদ সেখানে বিপদ; যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ; যেখানে প্রণয় সেখানে বিচ্ছেদ; যেখানে দিবস সেখানে রজনী; এ সমস্ত বিধাতার নিয়ম। চির সুখ বা চির দুঃখ কেহই ভোগ করে না। আপনি এই কৌরব কুলের প্রধান রাজ-মহিষী, আজীবন সুখভোগে কালাতি-পাত করেছেন, কখন ও দুঃখের বার্ত্তা জানেন না, সেই জন্য ভাবী দুঃখকে—এত ভয়াবহ বলে মনে কর্‌ছেন। কিন্তু ক্রমে সহ্য হলে তখন আর দুঃখকে তত ভয়প্রদ বলে মনে হবে না। চলুন বেলা অধিক হয়েছে। আর কেন সময়াতিপাত করে শরীরের অসুস্থতা বৃদ্ধি করেন?

ভানু। সখি! আমি নিশীশেষে যে স্বপ্ন দেখেছি তাতে আমার মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

পিলু বেহাগ।—কাওয়ালি।

কি বলিব সজনি! নিশীথকালে দেখেছি স্বপন।
যেন মম হৃদি শশী, সাগরে মগন॥
পড়ি নাথ ভূমি পরে, ডাকিছে করুণ স্বরে,
কোথা ভানুমতি! মম হৃদয়ের ধন।

হেরি সে মলিন মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
অভাগী কি বিধুমুখ, পাবে দরশন ॥

স্থর। (স্বগত) স্বপ্ন যা দেখেছেন তা প্রত্যক্ষই এখন দর্শন করবেন। (প্রকাশ্যে) রাজ্ঞি! স্বপ্ন কখন সত্য কখন মিথ্যা হয়। স্বপ্ন দেখে মন অত উতলা করবেন না। (হস্তে ধরিয়া উত্তোলন।)

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

—*—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চতুর্দ্দিক কৌরব রমণী পরিবেষ্টিত—গান্ধারী আসীনা।

[রোদন করিতে করিতে ভানুমতীর প্রবেশ।
তদ্দর্শনে সকলের রোদন]

গান্ধা। হা দুর্য্যোধন! হা দুঃশাসন! তোরা এখন কোথায়? অভাগিনী জননীকে অকূল শোক-সাগরে নিমগ্ন করার জন্য তোরা কি জন্ম গ্রহণ করে ছিলি? আমি শত পুত্র গর্ভে ধারণ করেছিলেম কি এই বিধবা বধূগণের রোদন শ্রবণ করবার জন্যে? হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল।

ভৈরবী।—মধ্যমান।

বিষম শোক অনলে হৃদি জ্বলে যায়।
সহেনা যাতনা আরো মরি মরি প্রাণ যায় ॥
হইয়ে রাজ-গৃহিণী, শত পুত্র প্রসবিনী,
হলেম পথের কাঙ্গালিনী, বিধাতা কি নিরদয়!
শত পুত্র হারাইয়ে, কেমনে ধরিব হিয়ে,
বিধাতা পাষাণ দিয়ে, গঠেছে নারী হৃদয় ॥

[দুতের প্রবেশ।]

দূত। রাজ্ঞি! মহারাজ আপনার জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌ছেন। কুরুক্ষেত্রে গমনের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে। এখন কেবল আপনার আগমনের প্রতীক্ষা।

গান্ধা।—চল সব বধূগণ সমর প্রাঙ্গণ।
দেখিব কোথায় পড়ি আছে পুত্র গণ॥
রজত পালঙ্গোপরি শয়ন যাদের।
কেমনে ধূলায় অঙ্গ রয়েছে তাদের॥

দুঃকর্ণ-স্ত্রী।—চল সবে চল সবে করিব গমন।
আর না আসিব ফিরি কৌরব ভবন॥
স্বামী সহ যাব সবে অমর ভুবন।
কেন ফিরি আসিব এ পাপ নিকেতন?

দুর্ম্মু-স্ত্রী।—চল সবে বীর বধূ, পাণ্ডব সমরে।
দেখিবারে পার্থবলী কত বল ধরে॥
আমরা বীরের পত্নী স্বামী-হীনা আজ।
দেখাইতে বীরপণা সমরেতে সাজ॥

দুঃশা-স্ত্রী।—চল দিদি! চল যাই দেখিব ভীমেরে।
কত বা অবলা-বল দেখাব তাহারে॥
শক্তি-স্বরূপিণী নারী বিখ্যাত জগতে।
মোরা কি ডরাই দিদি! ভীমের বলেতে?

দুঃসহ-স্ত্রী।—চল ভগ্নি! চল ত্বরা দেখিব নকুলে।
সুকোমল অঙ্গ তার দহিব অনলে॥
জলন্ত পাবক সম বিধবা-ললনা।
দহিতে কি শক্তি নাহি ধরি এক জনা?

শকুনী-স্ত্রী।—চল সব কুরুবধূ! সবে মেলি যাই।
সহদেবে বধি হৃদি বিষাদ মিটাই॥
কাল-ভূজঙ্গিনী—সম বিধবা রমণী।
দংশিতে কি শত্রু শিরে ডরে কভু ফণী?

বিকর্ণ-স্ত্রী।—চল দিদি ভানুমতি! ভানু অস্তে যায়।
এই বেলা চল সব পাণ্ডব সভায়॥
জিজ্ঞাসিব ধর্ম্মরাজে ধর্ম্ম-শাস্ত্র-মতে।
বিধবা রমণী ধর্ম্ম কি আছে জগতে?

দুর্য্যো-স্ত্রী।—কেন জিজ্ঞাসিব ধর্ম্মে ধর্ম্ম শাস্ত্র-বিধি?
বিধবা রমণী ধর্ম্ম আছে পূর্ব্বাবধি॥
অনলে পশিয়ে দেহ করিবে দাহন।
বিধবার পক্ষে বিধি এই নিরূপণ॥

দুঃরহ-স্ত্রী।—চল সব বীরাঙ্গণা! বীর-প্রসবি'ন!
প্রবেশি অনলে জ্বালা জুড়াব এখনি॥
দেখিবে জগতবাসী সকলে চাহিয়ে।
পবিত্র সতীর অঙ্গ উঠিবে জ্বলিয়ে॥

বাগেশ্রী।—আড়া।

সকলে।—

জুড়াব জীবন জ্বালা পশিয়ে চিতা অনলে।
পতি হীনে পুত্র হীনে, কি কাজ রাখি জীবনে,
শোধিব জীবন দানে, পতি-প্রেম ঋণ-জালে।
রবি শশী গ্রহগণে, দেখুক খুলি নয়নে,
ত্যজে দেহ হুতাশনে, সতী নারী কুতূহলে॥

যবনিকা পতন।

———

সম্পূর্ণ।